ঊনবিংশ অধ্যায়

ঊনবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত-মন্দিরে নিত্যানন্দ-সহ ভ্রমণ, গৌরসুন্দরের অদ্বৈত-প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন-হেতু অদ্বৈতের দুঃখ ও তদ্ভাব-অপনোদনার্থ কৌশল, গৌরসুন্দরের নগর-ভ্রমণ ও নিত্যানন্দসহ বামাচারী সন্ন্যাসীর গৃহে গমন, তদ্-গৃহে ফলাহার, অদ্বৈতাচার্যের গৃহে গৌর-নিত্যানন্দের গমন, অদ্বৈতের জ্ঞানযোগ ব্যাখা, তচ্ছ্রবণে প্রভুর অদ্বৈতকে প্রহার ও নিজতত্ত্ব প্রকাশ, অদ্বৈতাচার্যের আনন্দ ও প্রতিজ্ঞা, সদৃষ্টান্ত দেবান্তর-ভজনের কুফল; বৈষ্ণব-নিন্দা-বিষয়ে প্রভুর সকলকে সাবধান-করণ, প্রভুর অদ্বৈত-গৃহে ভোজন, অদ্বৈতের ক্রোধব্যাজে নিত্যানন্দ-মহিমা-কীর্তন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-সহ নবদ্বীপে সকল ভক্তের মন্দিরে ভ্রমণ করেন। প্রভুর আনন্দে সকল ভক্তই আনন্দে মত্ত। তন্মধ্যে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দিত। প্রেমাবেশে তাঁহার বাহ্য নাই। তবে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে গৌরব-বুদ্ধি করিয়া যে পদধূলি গ্রহণাদি করিয়া থাকেন, তাহাতে তিনি বিশেষ দুঃখিত হইয়া মনে মনে নিজপ্রতি প্রভুর ক্রোধ-উৎপাদনার্থ ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা-স্থাপনের অভিনয়ে যোগবাশিষ্ঠ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

মহাপ্রভু একদিন নিত্যানন্দের সহিত নগর ভ্রমণ করিতে থাকিলে দেবগণ উভয়কে দুই চন্দ্রের সদৃশ দর্শন করিতে লাগিলেন। তৎপ্রসঙ্গে স্বর্গলোককে নরলোক, আপনাদিগকে নর এবং পৃথিবীকে স্বর্গ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, আর তদ্বিষয় লইয়া পরস্পর নানাপ্রকার জল্পনা করিতে লাগিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরসুন্দর উভয়ে অদ্বৈতার্য-ভবনে গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে এক দারী সন্ন্যাসীর গৃহে গমন করিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলে দারী সন্ন্যাসী মহাপ্রভুর ভুবনমোহন-রূপ-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ঐহিক ঐশ্বর্য-প্রাপ্তির আশীর্বাদ করিলেন। মহাপ্রভুর তাঁহার তাদৃশ আশীর্বাদের হেয়ত্ব ও নশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিলে দারী সন্ন্যাসী ভোগবুদ্ধিবশতঃ ধনপুত্রাদি-সহকারে ইন্দ্রিয়-তর্পণপরতাকেই বহুমানন করিলেন। মহাপ্রভু তখন সন্ন্যাসীকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ধন-কুলাদির জন্য প্রার্থনা অনাবশ্যক এবং তাহা নশ্বর। নিজ নিজ অদৃষ্টবশে সকলেই সুখ-দুঃখ লাভ করে। লোকে বেদের তাৎপর্য না বুঝিয়া ধর্মার্থকামকে বেদপ্রতিপাদ্য বলিয়া মনে করে---ধনপুত্রাদি-লাভকেই গঙ্গাস্নান-হরিনাম-কীর্তনাদির ফল বলিয়া মনে করে। কিন্তু পরোক্ষবাদী বেদের প্রকৃত তাৎপর্য তাহা নহে, ভক্তিই বেদপ্রতিপাদ্য বস্তু। তদ্ব্যতীত অপর কোন প্রার্থনা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে।

মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া দারী সন্ন্যাসী গৌরসুন্দরকে বিকৃত-মস্তিষ্ক বালক এবং সর্বতীর্থভ্রমণকারী নিজেকে পরম জ্ঞানী মনে করিল। নিত্যানন্দ-প্রভু দারী সন্ন্যাসীর বাক্যে হাস্য করিয়া তাহাকে প্রতিষ্ঠা প্রদানপূর্বক নিরস্ত করিলেন এবং কার্যগৌরব-বশতঃ নিজেদের অন্যত্র গমনের কথা জানাইয়া কিছু ভোজ্য প্রার্থনা করিলেন। দারী সন্ন্যাসী প্রভুদ্বয়কে নিজগৃহে ভোজনের জন্য অনুরোধ করিলে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ গঙ্গায় স্নান করিয়া সন্ন্যাসীর ঘরে দুগ্ধ-ফলাদি ভোজনে বসিলেন। দারী সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ প্রভুকে ইঙ্গিতে মদ্য-সেবনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে

বামাচারী সন্ন্যাসী জানিয়া উভয়ে আচমন করতঃ তদ্‌গৃহ পরিত্যাগ করিলেন এবং জলপথে সন্তরণ করিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন। অদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভুর আগমন জানিতে পারিয়া জ্ঞান-যোগ-মহিমা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু অদ্বৈত প্রভুকে 'ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি', তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে আচার্য-প্রভু জ্ঞানকে বড় বলিয়া জানাইলেন। মহাপ্রভু তাহা শুনিয়া অদ্বৈত প্রভুর পৃষ্ঠদেশে মুষ্টির আঘাত করিতে করিতে তর্জন গর্জন করিয়া নিজতত্ত্ব প্রকাশপূর্বক প্রহার হইতে বিরত হইলেন। তখন অদ্বৈতপ্রভু আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে মহাপ্রভুর পূর্ব প্রদত্ত সম্মানের কথা উল্লেখ করিয়া জন্মে জন্মে গৌর-দাস্যই প্রার্থনা করিলেন এবং মহাপ্রভুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া সর্বাঙ্গে লেপন করিলেন। অদ্বৈতগৃহে প্রেমাশ্রুবন্যা বহিতে লাগিল। মহাপ্রভু অদ্বৈতকে বর প্রদান করিলেন যে, যাঁহারা তিলার্ধকালও অদ্বৈত প্রভুর চরণাশ্রয় করিবেন, গৌরকৃপা তাঁহাদের নিকট সুলভ হইবে। তখন অদ্বৈতপ্রভু শৈব রাজা সুদক্ষিণের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, যদি কেহ মহাপ্রভুকে উপেক্ষা করিয়া কেবল অদ্বৈতাচার্যের উপাসনা করে, তাহা হইলে তাহার সেই ভক্তিই তাহাকে সংহার করিবে। মহাপ্রভু অদ্বৈত-বাক্য শ্রবণে বলিলেন যে, তাঁহার ভক্তকে উপেক্ষা করিয়া কেহ তাঁহার পূজা করিলে তিনি কখনই তাহার পূজা গ্রহণ করেন না, পরন্তু তাদৃশ ভক্তি যেন প্রভু-অঙ্গে অগ্নি প্রয়োগ করিয়া থাকে।

মহাপ্রভু অদ্বৈতপত্নীকে রন্ধন করিতে আদেশ করিয়া সকলে মিলিয়া গঙ্গাস্নানে চলিলেন এবং স্নানান্তে ভোজন করিতে বসিলেন। ভোজনান্তে নিত্যানন্দপ্রভু সর্বঘরে অন্ন ছড়াইয়া ফেলিলে অদ্বৈতপ্রভু তাঁহার নিন্দাব্যাজে অশেষ মহিমা কীর্তন করিলেন। অতঃপর অদ্বৈত ভবনে কতিপয় দিবস যাপন করিয়া মহাপ্রভু সগণে নিজ পুরীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। (গৌঃ ভাঃ)

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের জয়গান—

জয় বিশ্বম্ভর সর্ব-বৈষ্ণবের নাথ।
ভক্তি দিয়া জীবে প্রভু কর আত্মসাৎ।।১।।

মহাপ্রভুর নবদ্বীপে বিহার—

হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে, নহে সর্ব-নয়নগোচর।।২।।

আপন ভক্তের সব মন্দিরে মন্দিরে।
নিত্যানন্দ-গদাধর-সংহতি বিহরে।।৩।।

ভাগবতগণের কৃষ্ণসেবোন্মুখতায় আবেশ-বশতঃ বহিঃপ্রতীতির অভাব—

প্রভুর আনন্দে পূর্ণ ভাগবতগণ।
কৃষ্ণপরিপূর্ণ দেখে সকল ভুবন।।৪।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

বিশ্বম্ভর জগতের পালক। তিনি সকল ভক্তি-যাজনের বিষয়। বদ্ধজীব ভোগপ্রবৃত্তিতে চালিত হইয়া শুদ্ধসেবা ভুলিয়া গিয়াছে। ভগবান্ জীবের সেবোন্মুখ-প্রবৃত্তিমূলে সেব্য হইয়া সেবা গ্রহণ না করিলে জীবের স্বাভাবিক ভোগপ্রবৃত্তি প্রবলা হয়। সেজন্য করুণাময় প্রভু বিষয়বিগ্রহ হইয়া, আশ্রিতের বিভিন্নাংশ জীবের সেবা করিবার সুযোগ প্রদান পূর্বক নিজের বলিয়া তাহাকে গ্রহণ করেন।।১।।

শ্রীমহাপ্রভু ভগবৎসেবোন্মুখ ভক্তগণের পূর্ণ আনন্দের আকর ভূমি। জগতের ত্রিবিধ দুঃখ বদ্ধজীবের অনুভূতির বিষয়। কিন্তু মুক্ত ভাগবতগণ কৃষ্ণানন্দে পরিপূর্ণ থাকিয়া জাগতিক কোন দুঃখ অনুভব করেন না। যেখানে আনন্দের বিষয় নশ্বর এবং জীবের চেষ্টা অপূর্ণ, সেখানে কৃষ্ণানন্দপূর্ণতার অভাব আছে। সর্বত্র কৃষ্ণানন্দ-দর্শনই জীবের পূর্ণানন্দময়ী প্রতীতি।।৪।।

নিরবধি ভাবাবেশে কারো নাহি বাহ্য।
সংকীর্তন বিনা আর নাহি কোন কার্য।।৫।।

আচার্য গোস্বামীর চরিত্র—

সবা হৈতে মত্ত বড় আচার্য গোসাঞী।
অগাধ চরিত্র, বুঝে হেন কেহ নাই।।৬।।
জানে জন-কথো শ্রীচৈতন্য-কৃপায়।
চৈতন্যের মহাভক্ত শান্তিপুর-রায়।।৭।।

মহাপ্রভুর অদ্বৈত-প্রতি ভক্তি-প্রদর্শনে আচার্যের দুঃখ এবং প্রভুর তাদৃশ-ভাবাপনোদনের সঙ্কল্প—

বাহ্য হৈলে বিশ্বম্ভর সর্ব-বৈষ্ণবেরে।
মহাভক্তি করেন, বিশেষ অদ্বৈতেরে।।৮।।
ইহাতে অসুখী বড় শান্তিপুরনাথ।
মনে মনে গর্জে, চিত্তে না পায় সোয়াথ।।৯।।
"নিরবধি চোরা মোরে বিড়ম্বনা করে।
প্রভুত্ব ছাড়িয়া মোর চরণে সে ধরে।।১০।।
বলে নাহি পারোঁ মুই প্রভু মহাবলী।
ধরিয়াও লয় মোর চরণের ধূলি।।১১।।
ভক্তি-বল সবে মোর আছয়ে উপায়।
ভক্তি বিনা বিশ্বম্ভরে চিনন না যায়।।১২।।
তবে সে 'অদ্বৈত-সিংহ'-নাম লোকে ঘোষে।
চূর্ণ করোঁ মায়া যবে অশেষ-বিশেষে।।১৩।।
ভৃগুরে জিনিয়া আশ পাইয়াছে চোর।
ভৃগু হেন শত শত শিষ্য আছে মোর।।১৪।।
হেন ক্রোধ জন্মাইব প্রভুর শরীরে।
স্বহস্তে আপনে যেন মোর শাস্তি করে।।১৫।।
'ভক্তি বুঝাইতে সে প্রভুর অবতার।
হেন ভক্তি না মানিমু'—এই মন্ত্র সার।।১৬।।
ভক্তি না মানিলে ক্রোধে আপনে পাসরি'।
প্রভু মোর শাস্তি করিবেন চুলে ধরি।।"১৭।।

আচার্যের হরিদাস-সহ শান্তিপুরে গমন ও যোগবাশিষ্ঠ ব্যাখ্যামূলে ভক্তিপথ-বিদ্বেষের ছলনা—

এই মত চিন্তিয়া অদ্বৈত মহা-রঙ্গে।
বিদায় হইলা প্রভু হরিদাস-সঙ্গে।।১৮।।
কোন কার্য লক্ষ্য করি' গৃহেতে আইলা।
আসিয়া মানস-মন্ত্র পড়িতে লাগিলা।।১৯।।

ভগবদ্ভক্তগণ কৃষ্ণসেবোন্মুখতায় আবিষ্ট বলিয়া বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত হইয়া জড় জগতের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করিতে পারেন না। পরন্তু তাঁহারা সর্বক্ষণ কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-গানে প্রমত্ত থাকেন।।৫।।

মহাপ্রভু সর্বক্ষণ কৃষ্ণের প্রীতি-সম্পাদনে উন্মত্ত ভাব প্রদর্শন করিতেন এবং বহির্মুখ ভোগজগতে তাঁহার দৃষ্টি পতিত নহে, এরূপ লীলাভিনয় করিতেন। যে মুহূর্তে তাঁহার বহির্জগতে আপেক্ষিক দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত, তখনই তিনি সকল বিষ্ণুভক্তের সেবাকার্যে ব্যস্ত হইতেন এবং শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকে গৌরব বুদ্ধিতে সেবালীলা প্রদর্শন করিতেন; কিন্তু তাহাতে অদ্বৈত প্রভু সন্তুষ্ট হইতেন না। শ্রীচৈতন্য-দাস্যই তাঁহার একমাত্র ব্রত ছিল। সুতরাং প্রভুর গুরুবুদ্ধি নিজ ভাগ্যের বিড়ম্বনা মাত্র জানিতেন।।৮।।

লোকে কিম্বদন্তী আছে যে, ভগবান্ নারায়ণ ভৃগুকে নির্বোধ প্রতিপাদন করাইবার জন্য এবং স্বীয় বাৎসল্যপ্রদর্শনার্থ ভৃগু পদচিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন। মূঢ় ব্যক্তির প্রতারিত হইবার অধিক যোগ্যতা থাকায় তাহারা ভগবান্ অপেক্ষা ভৃগুর গৌরব অধিক বুঝিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বৈষ্ণবাচার্য 'মহাবিষ্ণু' বলিয়া ভৃগুর নির্বুদ্ধিতা ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি বাহিরে দম্ভ-ক্রোধ প্রদর্শন করিয়া ভৃগুর ন্যায় শত শত শিষ্য তাঁহার আছে, ইহা প্রকাশ করিলেন। অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরসুন্দর আত্মগোপন করিয়া স্বীয় শ্যামসুন্দর-লীলার চৌর্যবৃত্তি অদ্বৈত প্রভুর নিকট লুকাইয়া রাখিতে পারেন নাই। যাহারা মায়ার দ্বারা তাড়িত হইয়া নিজ স্বরূপ ও ভগবৎ-স্বরূপ বুঝিয়া উঠিতে পারে না, তাহাদের ভগবদ্-বিস্মৃতিজন্য পদে পদে ভোগবুদ্ধির উদয় হয়। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু বিশেষ বুদ্ধিমান সুচতুর গৌরভক্ত হওয়ায় নির্বোধ জীবগণের ন্যায় বিচারপরায়ণ ছিলেন না। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট হইতে শাস্তি লাভ করিবার বাসনায় নিজে পূজ্য হইবার বিচার পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে যত্ন করিতে লাগিলেন। এইরূপ বিচার করিয়া ভগবানের সেবকাভিমানের লীলা খর্ব করিবার জন্য গৌরাবতারের ভক্তিপ্রচার-বিষয়ে কৃত্রিম বাধা প্রদর্শনের ইচ্ছা করিলেন।।১৪।।

নিরবধি ভাবাবেশে দোলে মত্ত হৈয়া।
বাখানে বাশিষ্ঠশাস্ত্র 'জ্ঞান' প্রকাশিয়া।।২০।।
'জ্ঞান' বিনা কিবা শক্তি ধরে বিষ্ণুভক্তি।
অতএব সবার প্রাণ, জ্ঞান—সর্বশক্তি।।২১।।
হেন জ্ঞান না বুঝিয়া কোন কোন জন।
ঘরে ধন হারাইয়া চাহে গিয়া বন।।২২।।
বিষ্ণু-ভক্তি—দর্পণ, লোচন হয়—'জ্ঞান'।
চক্ষুহীন জনের দর্পণে কোন্ কাম?২৩।।
আদি অন্ত আমি পড়িলাম সর্বশাস্ত্র।
বুঝিলাম সর্ব-অভিপ্রায়—'জ্ঞান'-মাত্র।।২৪।।

অদ্বৈত-চরিত্রজ্ঞাতা হরিদাসের ব্যাখ্যা শ্রবণে হাস্য—

অদ্বৈত-চরিত্র ভাল বুঝে হরিদাস।
ব্যাখ্যান শুনিয়া মহা-অট্ট-অট্ট-হাস।।২৫।।

সৌভাগ্যবন্ত জনের অদ্বৈতচরিত্র হৃদয়ঙ্গম-সামর্থ্য এবং ভাগ্যহীনের তদভাবে অমঙ্গল প্রাপ্তি—

এই মত অদ্বৈতের চরিত্র অগাধ।
সুকৃতির ভাল, দুষ্কৃতির কার্যবাধ।।২৬।।

অদ্বৈতসঙ্কল্প মহাপ্রভুর হৃদ্গোচর—

সর্ব-বাঞ্ছা-কল্পতরু প্রভু বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈত-সঙ্কল্প চিত্তে হইল গোচর।।২৭।।

মহাপ্রভুর নিত্যানন্দসহ নগর-ভ্রমণে বিধাতার নিজকে ভাগ্যবন্ত জ্ঞান—

একদিন নগর ভ্রময়ে প্রভু রঙ্গে।
দেখয়ে আপন-সৃষ্টি নিত্যানন্দ সঙ্গে।।২৮।।
আপনারে 'সুকৃতি' করিয়া বিধি মানে।
"মোর শিল্প চাহে প্রভু সদয়-নয়নে।।"২৯।।

চন্দ্রের সঙ্গে প্রভুদ্বয়ের তুলনা এবং সেবাপ্রবৃত্তির-অনুপাতে সকলের প্রভুদর্শন-ভাগ্য—

দুই চন্দ্র যেন দুই চলি আইসে যায়।
নতি-অনুরূপ সবে দরশন পায়।।৩০।।

অন্তরীক্ষস্থিত দেবগণের গৌর-নিত্যানন্দের দর্শনে দর্শন-বিপর্যয় ও বিতর্ক—

অন্তরীক্ষে থাকি' সব দেখে দেবগণ।
দুই চন্দ্র দেখি' সবে গণে মনে মন।।৩১।।

শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু যোগবাশিষ্ঠ নামক ভক্তিবিরোধী মায়াবাদীর গ্রন্থ ব্যাখ্যা-মূলে ভক্তিপথের বিদ্বেষের ছলনা করিতে লাগিলেন। উদ্দেশ্য, মহাপ্রভুর ভক্তি-প্রচার-কার্যে বাধা দিলে তিনি শ্রীঅদ্বৈতকে পূজা করিবার পরিবর্তে সাজা দিবেন।।২০।।

নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞানব্যতিরিক্ত বিষ্ণুভক্তি কোন শক্তি ধারণ করিতে পারে না। ভক্তির প্রাণ—জ্ঞান। জ্ঞানই সর্বশক্তিধর—এরূপ নির্ভেদ জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া, কেহ কেহ নিজ গৃহে ধন পরিত্যাগ পূর্বক বনে, যেখানে ধন নাই, সেখানে ধনের অনুসন্ধান করিতে যায়।।২১।।

বিষ্ণুভক্তি—দর্পণ-সদৃশ, আদর্শ মাত্র। কিন্তু সেই আদর্শে জ্ঞানরূপ চক্ষুদ্বারা দৃষ্টিসম্পন্ন না হইলে সেই দর্পণের কোন ক্রিয়া নাই। যদি চক্ষু না থাকে, তাহা হইলে দর্পণ থাকিয়া কি ফল?।।২৩।।

সকল শাস্ত্রের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করিয়া আমি শাস্ত্র-তাৎপর্য ইহাই বুঝিলাম যে, জ্ঞানেরই সর্বশ্রেষ্ঠতা আছে।।২৪।।

যাহারা সৌভাগ্যবিশিষ্ট, তাহারা ভক্ত অদ্বৈতের চরিত্র বুঝিয়া ভগবদ্ভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠতা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। যাহারা ভাগ্যহীন দুষ্কর্মপরায়ণ, তাহারা অদ্বৈতের উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞানকেই ভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া পরম অমঙ্গল লাভ করিল। তাহারা উদ্দেশ্যের প্রতিবন্ধকতা মাত্র লাভ করিল।।২৬।।

মহাপ্রভু সকলের বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিবার মূল আকর। তিনি অদ্বৈত প্রভুর সঙ্কল্পিত বাহ্যিক ব্যতিরেক ভাব সকলই বুঝিতে পারেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভুর সেবা করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে যত্ন করিয়া যখন প্রভুর গৌরব-বুদ্ধি দর্শন করিলেন, তখন তাঁহার প্রতিকারোদ্দেশ্যে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা দিয়া ভক্তিকে ক্ষীণপ্রভ করিবার ছলনা করিলেন।।২৭।।

জগতের সৃষ্টিকর্তা বিরিঞ্চি শ্রীগৌরসুন্দরের প্রপঞ্চে অবতরণ দর্শন পূর্বক নিজ সৌভাগ্য জানিতে পারিলেন। বিশ্বশিল্পী বিধাতা প্রভুর অনুগ্রহ আকর্ষণ করিয়া কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন জানিয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিলেন।।২৯।।

আপন লোকের হৈল বসুমতী জ্ঞান।
চান্দ দেখি' পৃথিবীরে হৈল স্বর্গ ভান।।৩২।।
নর-জ্ঞান আপনারে সবার জন্মিল।
চন্দ্রের প্রভাবে নরে দেব-বুদ্ধি হৈল।।৩৩।।
দুই চন্দ্র দেখি' সবে করেন বিচার।
"কভু স্বর্গে নাহি দুই চন্দ্র অধিকার।।"৩৪।।
কোন দেব বলে,—"শুন বচন আমার।
মূল চন্দ্র-এক, এক প্রতিবিম্ব আর।।"৩৫।।
কোন দেব বলে,—"হেন বুঝি নারায়ণ।
ভাগ্যে বা চন্দ্রের বিধি করিল যোজন।।"৩৬।।
কেহ বলে,—"পিতা পুত্র একরূপ হয়।
হেন বুঝি এক—'বুধ' চন্দ্রের তনয়।।"৩৭।।

বেদগোপ্য প্রভুর দর্শনে দেব-মোহনের অসঙ্গতত্ব নিরাশ—

বেদে নারে নিশ্চাইতে যে প্রভুর রূপ।
তাহাতে যে দেব মোহে, এ নহে কৌতুক।।৩৮।।

নগরভ্রমণরত প্রভুদ্বয়ের অদ্বৈতাচার্যের ভবনে যাত্রা—

হেনমতে নগর ভ্রময়ে দুই জন।
নিত্যানন্দ, জগন্নাথ-মিশ্রের নন্দন।।৩৯।।
নিত্যানন্দ সম্বোধিয়া বলে বিশ্বম্ভর।
"চল যাই শান্তিপুর—আচার্যের ঘর।।"৪০।।
মহারঙ্গী দুই প্রভু পরম চঞ্চল।
সেই পথে চলিলেন আচার্যের ঘর।।৪১।।

প্রভুর গমনপথে ললিতপুর গ্রামে দারী সন্ন্যাসীর বাস—

মধ্যপথে গঙ্গার সমীপে এক গ্রাম।
মুল্লুকের কাছে সে 'ললিতপুর' নাম।।৪২।।
সেই গ্রামে গৃহস্থ-সন্ন্যাসী এক আছে।
পথের সমীপে ঘর জাহ্নবীর কাছে।।৪৩।।

প্রভুর নিত্যানন্দস্থানে দারী সন্ন্যাসীর পরিচয় জিজ্ঞাসা ও সন্ন্যাসী-ভবনে উভয়ের গমন—

নিত্যানন্দ-স্থানে প্রভু করয়ে জিজ্ঞাসা।
"কাহার মণ্ডপ জান কহ কার বাসা?"৪৪।।

দুই চন্দ্র----শ্রীগৌরচন্দ্র ও শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র। আইসে যায়----যাতায়াত করেন।

নতি-অনুরূপ----যাঁহার যে প্রকার সেবা-প্রবৃত্তি, সেই প্রকার বিভিন্ন দর্শনে গৌর-নিতাইকে দর্শন করেন অর্থাৎ ভক্তির অনুপাত অনুসারে গৌরসুন্দরকে দর্শন করেন। পাঠান্তরে----মতি-অনুরূপ।।৩০।।

দেবগণ নিজ নিজ আবাসস্থলীকে পৃথিবী মনে করিতে লাগিলেন, আর পৃথিবীকে স্বর্গ দর্শন করিতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্র ও নিত্যানন্দ-চন্দ্রদ্বয়কে দর্শন করিয়া তেজ, বারি, মৃৎ-এর পরস্পর বিনিময় দর্শনের ন্যায় তাঁহাদিগের দর্শন বিপর্যয় সংঘটিত হইল।।৩২।।

দেবগণ আপনাদিগকে স্পল্পশক্তিক নর জ্ঞান করিতে লাগিলেন এবং গৌর-নিতাই চন্দ্রদ্বয়ের কিরণস্নিগ্ধ নরগণকে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠদেব-বুদ্ধি হইল।।৩৩।।

স্বর্গে একটী মাত্র চন্দ্র আছে, সমকালে দুইটী চন্দ্রের প্রকাশ নাই। সুতরাং স্বর্গ অপেক্ষা পৃথিবীই উন্নত স্বর্গ।।৩৪।।

স্বয়ংরূপ ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রই----মূল চন্দ্র। আর স্বয়ং-প্রকাশ বলদেব তাঁহার প্রকাশ। "অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা। সর্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্যতে"।। (----লঘুভাগবতামৃতে)।।৩৫।।

কোন দেবতা বলিলেন,----বোধ করি, আমাদের সৌভাগ্যক্রমে বিধাতা এই চন্দ্রদ্বয়ের সমকালে উদয়ের বিধান করিলেন।।৩৬।।

"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" শ্রুতি দ্বারা পুত্রের পিতৃসাদৃশ্য। চন্দ্রের পুত্র বুধ----পিতার তুল্য। বোধ করি, এই দুই চন্দ্র মধ্যে একজন অপরের পুত্র।।৩৭।।

তথ্য। "তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ। তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা।।" (ভাঃ ১।১।১)।।৩৮।।

নিত্যানন্দ বলে,—"প্রভু সন্ন্যাসী-আলয়।"
প্রভু বলে,—"তা'রে দেখি, যদি ভাগ্য হয়।।"৪৫।।
হাসি' গেলা দুই প্রভু সন্ন্যাসীর স্থানে।
বিশ্বম্ভর সন্ন্যাসীরে করিলা প্রণামে।।৪৬।।
দেখিয়া মোহন-মূর্তি দ্বিজের নন্দন।
সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ, প্রফুল্ল বদন।।৪৭।।

মহাপ্রভুর রূপ-দর্শনে সন্ন্যাসীর ইন্দ্রিয়তর্পণপর আশীর্বাদ ও তাহাতে মহাপ্রভুর প্রতিবাদ—

সন্তোষে সন্ন্যাসী করে বহু আশীর্বাদ।
"ধন, বংশ, সুবিবাহ, হউ বিদ্যালাভ।।৪৮।।
প্রভু বলে,—গোসাঞি এ নহে আশীর্ব্বাদ।"
হেন বল,—"তোরে হউ কৃষ্ণের প্রসাদ।।৪৯।।

মহাপ্রভুর বিষ্ণুভক্তি-আশীর্বাদের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন—

বিষ্ণুভক্তি-আশীর্বাদ—অক্ষয় অব্যয়।
যে বলিলা গোসাঞি, তোমার যোগ্য নয়।।"৫০।।

সন্ন্যাসীর বিপরীত বুদ্ধি দর্শনে মহাপ্রভুর হাস্য—

হাসিয়া সন্ন্যাসী বলে,—"পূর্বে যে শুনিল।
সাক্ষাতে তাহার আজি নিদান পাইল।।৫১।।
ভাল সে বলিতে লোক ঠেঙ্গা লঞা ধায়।
এ বিপ্রপুত্রের সেইমত ব্যবসায়।।৫২।।

মল্লুক বা মুলুক (পারসী মিলিক্), উহা অম্বিকার সামিল, গঙ্গার পূর্বপারে অবস্থিত। পিয়ারীগঞ্জ প্রভৃতি গঙ্গার পশ্চিমদিকে অবস্থিত। ললিতপুর গ্রাম শান্তিপুরের নিকটবর্তী অর্থাৎ গঙ্গার পূর্বপারে, শ্রীমায়াপুর হইতে শান্তিপুর যাইবার মধ্যপথে। গঙ্গার পূর্বপারে হাটডাঙ্গার পরবর্তী গ্রাম।।৪২।।

গৃহস্থ সন্ন্যাসী অর্থাৎ গৃহী বাউল বা ঘরপাগ্‌লা হইয়া জগতে 'ত্যাগী' বলিয়া পরিচয় দেয়। তামসিক তন্ত্রগুলি এই প্রকার দারী সন্ন্যাসী বা ব্যভিচারীর প্রশ্রয় দেয়। সোণার পাথর-বাটীর ন্যায় ত্যাগীর পোষাকে ঘর-পাগ্‌লাগণ গৃহীবাউল হইয়া শাক্তেয় মতের সাহায্যে রক্তবস্ত্র পরিধান পূর্বক সেবাদাসী, পত্নী প্রভৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া পরিচয় দেন। বর্তমান কালে শ্রীমান্ অন্নদাচরণ মিত্র গৃহস্থ হইয়া রাতুল বস্ত্র পরিধান করেন এবং বৃন্দাবনবাসী শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী গৃহস্থাভিমান করিয়া প্রচারক-সূত্রে রাতুল বসন পরিতেন। ত্যাগীর গৈরিক বসন——মর্যাদাপথে সন্ন্যাস-বিধির অন্তর্গত। যেরূপ মধ্য-যুগের সকল বৈষ্ণবাচার্যই কাষায় বস্ত্র ব্যবহার করিয়াছেন। অনুরাগ-মার্গের প্রবর্তক শ্রীরূপ-সনাতন স্বীয় স্বভাবজাত পারমহংস্য-ধর্ম প্রচার করিতে গিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের একদণ্ড সন্ন্যাসের পক্ষপাতী ছিলেন না। শ্রীগোপাল ভট্টগোস্বামীর শ্রীগুরুদেব ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিপ্রবর শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী আচার্যোচিত কাষায় বসন পরিধান করিয়া পারমহংস্য-বেষের অধিকতর মহত্ত্ব ও অনুরাগ-পথের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীরূপানুগ শ্রীমঞ্জীবচরণ আচার্যোচিত উপদেশ প্রদর্শনকালে ছল-পারকীয়বাদিগণের বিষদন্তোৎপাটনের জন্য পারকীয় বিচারের বোধ-সৌকর্যার্থ স্বকীয় প্রকাশ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীজীবপাদের স্বকীয়-বিচার চিন্ময় জগতে পরকীয় মতের পরমোজ্জ্বলতা স্থাপন করিয়াছে মাত্র।।৪৩।।

মণ্ডল——এলাকা, ডেরা, আশ্রম, জমিদারী, স্বামিত্বাধীন স্থান।।৪৪।।

আধুনিক ঘর-পাগ্‌লা গৃহী গৌরাঙ্গ-পূজক মৃত নন্দীর দল দারী সন্ন্যাসীর মত পোষণ করিয়া করিয়া থাকেন। দারী সন্ন্যাসিগণের চিত্তবৃত্তিতে 'আশীর্বাদ' বলিলেই মনোরমা ভার্যা-লাভ, দরিদ্রের উপর আধিপত্য করিবার জন্য ধন, আভিজাত্যহীন জনগণের উপর ব্রাহ্মণাদি-বংশমর্যাদাসংরক্ষণ-পিপাসা, জড়বিদ্যালাভ প্রভৃতি সর্বতোভাবে প্রদর্শিত হয়। শ্রীগৌরসুন্দর এই ঘর-পাগ্‌লা 'বাওয়া ঠাকুর' দলের অনুমোদন না করিয়া দারী সন্ন্যাসীর আশীর্বাদ-বিচারে দোষ প্রদর্শন করিলেন। কামজীবিসম্প্রদায় নিষ্কাম পরমহংস বৈষ্ণবদিগের চিত্ত-বৃত্তি বুঝিতে পারে না বলিয়া বৈষ্ণবকে উহাদেরই ন্যায় মনে করে। দারী সন্ন্যাসিগণ ক্রমশঃ জাতি গোস্বামীবাদের আবাহন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু জাতিগোস্বামিবাদের আদৌ আদর করেন নাই, পরন্তু দারী গোস্বামিকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের প্রসাদকেই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ জানাইয়াছেন। প্রাকৃত আশীর্বাদভিক্ষু জনগণ বিষ্ণুভক্তি-রহিত কাম-দগ্ধ অকিঞ্চিৎকর ব্যাপারকেই বহুমানন করে। তৎকালে নিষ্কাম পারমহংস্য ভাগবত-ধর্ম বুঝিতে পারে না, স্মার্তানুগৃহীত অবৈষ্ণবতাকেই বৈষ্ণবতা জ্ঞান করে। লৌকিক বিচার-মতে জাতিগোস্বামী বা দারী সন্ন্যাসিগণ জগতের নিকট 'গোসাঁই'-

ধন-বর দিল আমি পরম সন্তোষে।
কোথা গেল উপকার, আরো আমা' দোষে।"৫৩।।
সন্ন্যাসী বলয়ে,—"শুন ব্রাহ্মণকুমার।
কেনে তুমি আশীর্ব্বাদ নিন্দিলে আমার?৫৪।।
পৃথিবীতে জন্মিয়া যে না কৈল বিলাস।
উত্তম কামিনী যার না রহিল পাশ।।৫৫।।
যার ধন নাহি, তার জীবনে কি কাজ।
হেন ধন-বর দিতে, পাও তুমি লাজ।।৫৬।।
হইল বা বিষ্ণুভক্তি তোমার শরীরে।
ধন বিনা কি খাইবা, তাহা কহ মোরে।।"৫৭।।
হাসে প্রভু, সন্ন্যাসীর বচন শুনিয়া।
শ্রীহস্ত দিলেন নিজ কপালে তুলিয়া।।৫৮।।

গৌরসুন্দরের ভক্তি ব্যতীত সকল বস্তুর অপ্রয়োজনীয়তা শিক্ষাপ্রদান—

ব্যপদেশে মহাপ্রভু সবারে শিখায়।
ভক্তি বিনা কেহ যেন কিছুই না চায়।।৫৯।।
"শুন শুন সন্ন্যাসী-গোসাঞি, যে খাইব।
নিজ কর্ম্মে যে আছে, সে আপনে মিলিব।।৬০।।
ধন-বংশ-নিমিত্ত সংসার কাম্য করে।
বল তার ধন-বংশ তবে কেনে মরে?৬১।।
জ্বরের লাগিয়া কেহ কামনা না করে।
তবে কেন জ্বর আসি' পীড়য়ে শরীরে।।৬২।।
শুন শুন গোসাঞি ইহার হেতু—কর্ম্ম।
কোন্ মহাপুরুষে সে জানে এই মর্ম্ম।।৬৩।।

খেতাব পাইবার জন্য ব্যস্ত হন। মহাপ্রভুও সন্ন্যাসীকে সম্মান দিবার ছলনায় 'গোসাঁই' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা কখনও গোস্বামী হইতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে "অদান্তগোভির্বিশিতাং তমিশ্রং" এবং রূপগোস্বামীর "বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং" প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীচৈতন্যদেবের মনোভাব পূর্ব্বেই অভিব্যক্ত হইয়াছে।।৪৯।।

ধন, পুত্র, মনোরমা ভার্যা এবং জড়বিদ্যা প্রভৃতি সকলই নশ্বর; বিষ্ণু---নিত্য, বৈষ্ণব---নিত্য এবং বৈষ্ণবের বিষ্ণুভক্তি ---নিত্য, আর বিষ্ণুসেবার আশীর্বাদ---বিনাশ ও ব্যয়রহিত। লোকে তোমাকে 'গুরু' 'গোসাঁই' প্রভৃতি বলিয়া থাকে; যদি তুমি তাহাই হও, তাহা হইলেও তোমার এই লৌকিক নশ্বর আশীর্বাদ-দান কখনই উপযুক্ত হইতে পারে না।।৫০।।

দারী সন্ন্যাসী বলিল,---লোককে ভাল বলিতে গেলে তাহারা প্রতিদান-স্বরূপ দৌরাত্ম্য করে। আজ তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ পাওয়া গেল, এই ব্রাহ্মণকুমার সত্যের বিপর্যয়-ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে। ভাল বলিতে গেলে ইহার মন্দ বিচার হয়।।৫২।।

আমি সন্তুষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণকুমারকে 'ধনাদি প্রাপ্তি হউক' এরূপ আশীর্বাদ করিলাম, কিন্তু তাহাতে সে উপকার বোধ না করিয়া আমাকে গর্হণ করিল। ইহা সাক্ষাৎ কলির কার্য।।৫৩।।

এই সংসারে আগমন করিয়া যে ব্যক্তি স্ত্রীসঙ্গ না করিল, তাহার জীবন ধারণে কোন লাভ নাই। যে ব্যক্তি নরজীবন পাইয়া ধন সংগ্রহ করিল না, তাহারই বা জীবনে প্রয়োজন কি? আমি 'কনক কামিনী লাভ ঘটুক',---এই আশীর্বাদ করিলাম, তুমি তাহা গ্রহণ করিতে লজ্জা বোধ করিতেছ, ইহা বড়ই আশ্চর্যের কথা। জগতে অর্থব্যতীত এক পা'ও চলিবার উপায় নাই। বিষ্ণুভক্তিবিশিষ্ট হইলেই বা কি প্রকারে উদর ভরণ হইবে, বুঝা যায় না।।৫৫।।

দারী সন্ন্যাসীর এইরূপ মূঢ়জনোচিত বিচার শ্রবণ করিয়া গৌরসুন্দর 'হায় হায়' বলিয়া কপালে করাঘাত করিলেন।।৫৮।।

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় লীলায় ভক্তির প্রয়োজনীয়তা এবং ভক্তি ব্যতীত অপর সকল কার্যের অপ্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিয়া 'জগতে কাহারও কোন বাসনা করা কর্তব্য নহে',---এইরূপ শিক্ষা দিলেন। শিক্ষা-ছলে ভোগময়ী বাসনা পরিহার করিবার শিক্ষা অন্তর্নিহিত রহিল।।৫৯।।

দারী সন্ন্যাসীর 'ধন-প্রাপ্তির আশীর্বাদ ব্যতীত তুমি কি খাইয়া বাঁচিবে'---এই কথার উত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন, জীব নিজ কর্মফলে তাহার অপ্রার্থিত খাদ্য লাভ করিবার সুযোগ পাইবে; ভোজ্য দ্রব্য আপনা হইতেই আসিবে। যেরূপ সদ্যোজাত শিশু নিজ চেষ্টা ব্যতীত মাতৃস্তন্য পেয়রূপে লাভ করে।।৬০।।

যদি ধন, পুত্র প্রভৃতির উদ্দেশ্যে সাংসারিক কামনা করিতে মানবদিগের স্বাভাবিক রুচি দেখা যায়, তাহা হইলে তাহারা কামনা করিয়াও কোন ধন-পুত্র-বিবর্জিত হয়?৬১।।

বেদেও বুঝায় 'স্বর্গ', বলে জনা জনা।
মূর্খ-প্রতি কেবল সে বেদের করুণা।।৬৪।।
বিষয়-সুখেতে বড় লোকের সন্তোষ।
চিত্ত বুঝি' কহে বেদ, বেদের কি দোষ।।৬৫।।
"ধন পুত্র পাই গঙ্গাস্নান হরিনামে।'
শুনিয়া চলয়ে লোক বেদের কারণে।।৬৬।।
যেতে-মতে গঙ্গাস্নান-হরিনাম কৈলে।
দ্রব্যের প্রভাবে 'ভক্তি' হইবেক হেলে।।৬৭।।
এই বেদ-অভিপ্রায় মূর্খ নাহি বুঝে।
কৃষ্ণভক্তি ছাড়িয়া বিষয়-সুখে মজে।।৬৮।।
ভাল-মন্দ বিচারিয়া বুঝহ গোসাঞি।
কৃষ্ণভক্তি-ব্যতিরিক্ত আর বর নাই।।"৬৯।।
সন্ন্যাসীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান্।
'ভক্তিযোগ' কহে বেদ করিয়া প্রমাণ।।৭০।।

পরনিন্দক পাপমতির চৈতন্যবাক্য-হৃদয়ঙ্গমে অসামর্থ্য-হেতু ভক্তির অনাদর—

যে কহে চৈতন্যচন্দ্র, সেই সত্য হয়।
পরনিন্দে পাপী-জীব তাহা নাহি লয়।।৭১।।

দারী সন্ন্যাসীর প্রভুবাক্য-শ্রবণে প্রভুকে 'বিকৃত-মস্তিষ্ক' জ্ঞান ও নিজের আধ্যক্ষিকতার শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন—

হাসয়ে সন্ন্যাসী শুনি' প্রভুর বচন।
"এ বুঝি পাগল দ্বিজ—মন্ত্রের কারণ।।"৭২।।
"হেন বুঝি এই বা সন্ন্যাসী বুদ্ধি দিয়া।
লই' যায় ব্রাহ্মণকুমার ভুলাইয়া।।"৭৩।।
সন্ন্যাসী বলয়ে,—"হেন কাল সে হইল।
শিশুর অগ্রেতে আমি কিছু না জানিল।।৭৪।।
আমি করিলাম যে পৃথিবী-পর্যটন।
অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, বদরিকাশ্রম।।৭৫।।

যদি আশীর্বাদ কামনা করিলেই ফল-লাভ ঘটিত, তাহা হইলে অপ্রার্থিত জ্বর জীব-শরীরে কেন আসিয়া উপস্থিত হয়? প্রার্থনা না করিয়াও যখন স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বস্তুর প্রাপ্তি ঘটে এবং প্রার্থনা করিয়াও যখন পাওয়া যায় না, তখন বাসনার নিরর্থকতাই উপলব্ধ হয়।।৬২।।

কর্মফল দ্বারাই ধনাদি-প্রাপ্তি ঘটে, সৎকর্ম-প্রভাবে স্বর্গ-সুখাদির কথাও শুনা যায় এবং লুব্ধ ভোগী অনভিজ্ঞ মানবগণের প্রতি কৃপা-প্রদর্শন-জন্য বৈদিক অনুশাসনাদি তাহাদিগের তত্তৎ প্রকৃতি অপসারিত করিবার উদ্দেশে কথিত হয়। "পরোক্ষবাদো বেদোঽয়"—(ভাঃ ১১।৩।৪৪) "লোকে ব্যবায়ামিষ" (ভাঃ ১১।৫।১১) প্রভৃতি শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। মায়িক ব্যাপারের প্রভু হইবার জন্য ভগবদ্বিমুখগণের বড়ই আনন্দ হয়। এজন্য বেদশাস্ত্র তাহাদিগের রুচির অনুকূলে তাহাদিগকে নানাপ্রকারে উৎসাহিত করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বেদের বক্তব্য বিষয় তাদৃশ নহে।।৬৪।।

সাধারণ লোক মনে করে যে, গঙ্গাস্নান ও হরিনাম করিয়া ঐহিক ধন ও সংসার-বৃদ্ধি লাভ হয়, এজন্যই তাহারা বেদকে তাহাদের ইন্দ্রিয়োপযোগী জ্ঞানে বহুমানন করে; কিন্তু গঙ্গাস্নান ও হরিনাম প্রভৃতি করিলে স্বাভাবিক মলিনতা বিদূরিত হইয়া সেবোন্মুখী বৃত্তির উদয় হয়।।৬৬।।

যাহারা বেদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারে না, তাহারাই ভগবৎসেবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করিয়া জড় জগতে প্রমত্ত হয়।।৬৮।।

মহাপ্রভু দারী-সন্ন্যাসীকে ভালমন্দের বিচারসকল বলিলেন এবং তদ্দ্বারা প্রমাণ করিলেন যে, কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন বর সেরূপ সম্পূর্ণ ফল প্রদান করিতে সমর্থ হয় না।।৬৯।।

পরনিন্দাকারী পাপি-সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের বাস্তবসত্য-পূর্ণ বাক্য বুঝিতে না পারিয়া চিরদিন পাপমতি থাকে এবং কৃষ্ণভক্তির আদর করে না।।৭১।।

মহাপ্রভুর কৃষ্ণভক্তির সর্বোত্তমতা ও পরমপ্রয়োজনীয়তা শুনিয়া দারী সন্ন্যাসী উহার আদর করিতে না পারিয়া মহাপ্রভুকে বিকৃত-মস্তিষ্ক বালক মাত্র জ্ঞান করিলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে সন্ন্যাসীর বেষে মহাপ্রভুর সহিত উপস্থিত দেখিয়া দারী সন্ন্যাসী মনে করিল যে, নিত্যানন্দ প্রভুই ঐ ব্রাহ্মণ-কুমারের (মহাপ্রভুর) বুদ্ধি-বিপর্যয় সাধন করাইয়া প্রতারিত করিয়াছেন।।৭৩।।

গুজরাট, কাশী, গয়া, বিজয়-নগরী।
সিংহল গেলাম আমি,যত আছে পুরী।।৭৬।।
আমি না জানিল ভাল, মন্দ হয় কায়।
দুগ্ধের ছাওয়াল আজি আমারে শিখায়।।"৭৭।।

নিত্যানন্দ প্রভুর দারী সন্ন্যাসীকে প্রতিষ্ঠা-প্রদর্শনার্থ ক্ষমা-ভিক্ষা—

হাসি বলে নিত্যানন্দ—"শুনহ গোসাঞি।
শিশু-সঙ্গে তোমার বিচারে কার্য নাঞি।।৭৮।।
আমি সে জানিয়ে ভাল তোমার মহিমা।
আমারে দেখিয়া তুমি সব কর ক্ষমা।।"৭৯।।
আপনার শ্লাঘা শুনি' সন্ন্যাসী সন্তোষে।
ভিক্ষা করিবারে ঝাট বলয়ে হরিষে।।৮০।।

নিত্যানন্দের সন্ন্যাসী-সমীপে ভোজ্য-প্রার্থনা ও সন্ন্যাসীর অনুরোধে উভয়ের সন্ন্যাসী-গৃহে ফলাহার—

নিত্যানন্দ বলে,—"কার্য-গৌরবে চলিব।
কিছু দেহ' স্নান করি' পথেতে খাইব।।"৮১।।
সন্ন্যাসী বলয়ে,—"স্নান কর এইখানে।
কিছু খাই' স্নিগ্ধ হই' করহ গমনে।।"৮২।।
পাতকী তারিতে দুই প্রভু অবতারে।
রহিলেন দুই প্রভু সন্ন্যাসীর ঘরে।।৮৩।।
জাহ্নবীর মজ্জনে ঘুচিল পথশ্রম।
ফলাহার করিতে বসিলা দুইজন।।৮৪।।
দুগ্ধ, আম্র, পনসাদি করি' কৃষ্ণসাৎ।
শেষে খায়ে দুই প্রভু সন্ন্যাসী-সাক্ষাৎ।।৮৫।।

বামাচারী সন্ন্যাসীর নিত্যানন্দকে মদ্যপানে অনুরোধ ও সন্ন্যাসী-পত্নীর তন্নিবারণ—

বামপথি-সন্ন্যাসী মদিরা পান করে।
নিত্যানন্দ-প্রতি তাহা কহে ঠারে ঠোরে।।৮৬।।
"শুনহ শ্রীপাদ, কিছু আনন্দ আনিব?
তোমা'—হেন অতিথি বা কোথায় পাইব?৮৭।।
দেশান্তর ফিরি' নিত্যানন্দ সব জানে।
'মদ্যপ সন্ন্যাসী' হেন জানিলেন মনে।।৮৮।।
'আনন্দ আনিব'—ন্যাসী বলে বার-বার।
নিত্যানন্দ বলে,—"তবে লড় সে আমার।।"৮৯।।
দেখিয়া দোঁহার রূপ মদন-সমান।
সন্ন্যাসীর পত্নী চাহে জুড়িয়া ধেয়ান।।৯০।।
সন্ন্যাসীরে নিষেধ করয়ে তার নারী।
"ভোজনেতে কেনে তুমি বিরোধ আচরি?"৯১।।

বামাচারী সন্ন্যাসীর নিত্যানন্দকে মদ্যপান করাইবার প্রসঙ্গ-শ্রবণে মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের গঙ্গায় ঝম্পপ্রদান এবং আচার্য-গৃহে গমন—

প্রভু বলে, "কি আনন্দ বলয়ে সন্ন্যাসী?"
নিত্যানন্দ বলয়ে,—"মদিরা হেন বাসী।।"৯২।।
'বিষ্ণু বিষ্ণু' স্মরণ করয়ে বিশ্বম্ভর।
আচমন করি' প্রভু চলিলা সত্বর।।৯৩।।

আমি অভিজ্ঞ, বয়স্ক, সংসার-রঙ্গে প্রমত্ত, সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া যাবতীয় তীর্থের বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের পরামর্শ পাইয়াছি, কিন্তু এই ব্রাহ্মণ-বালক আমার অভিজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া—নিজের দুগ্ধপোষ্য-শিশুত্ব বুঝিতে না পারিয়া আমাকে শিখাইতে আসিয়াছে। আমি আমার হিতাহিত বিবেক সম্পূর্ণরূপে অবগত আছি।।৭৭।।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু জড়ভোগপ্রমত্ত দারী-সন্ন্যাসীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাহাকে সম্মান প্রদান করিলেন ও মহাপ্রভুকে অনভিজ্ঞ শিশুত্বে স্থাপন করায় দারী সন্ন্যাসী শ্রীমন্নিত্যানন্দের প্রতি করুণা প্রদর্শন করিলেন।।৭৯।।

কার্য-গৌরবে—"আমাদের এতদপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় কার্য আছে" প্রস্থানের এই কারণ প্রদর্শন করিলেন।।৮১।।

দারী সন্ন্যাসী সন্ন্যাসের বিপরীত পথ বা বামপথ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি আসব-পানে অত্যাসক্ত হওয়ায় নিত্যানন্দ-প্রভুকেও মদ্য পান করাইবার ইঙ্গিত করিলেন। দারী সন্ন্যাসী মদ্যপান করাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।।৮৬।।

বামপথি—বামাচারী। মদ্য-মাংস-মৎস্য-মুদ্রামৈথুনাদি পঞ্চতত্ত্ব ও রজস্বলা স্ত্রীর রজঃ দ্বারা কুলস্ত্রীর পূজা, মদ্যাদি দান ও সেবন বামাচারীর প্রধান কর্তব্য। তৎপরে বামাস্বরূপা হইয়া পরমাশক্তির পূজা কর্তব্য (—আচার-ভেদতন্ত্র)। ললাটে সিন্দুর-

দুইপ্রভু চঞ্চল, গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া।
চলিলা আচার্য-গৃহে গঙ্গায় ভাসিয়া।।৯৪।।

স্ত্রৈণ ও মদ্যপ নীতিপরায়ণের বিচারে নিকৃষ্ট হইলেও বৈষ্ণব-বিদ্বেষী বেদান্তী অপেক্ষা ভগবানের অধিক কৃপাপাত্র—

স্ত্রৈণ-মদ্যপেরে প্রভু অনুগ্রহ করে।
নিন্দক বেদান্তী যদি, তথাপি সংহারে।।৯৫।।

সঙ্গের তারতম্য-প্রদর্শনকল্পে দারী সন্ন্যাসীকে গৌরসুন্দরের কৃপাপূর্বক মায়াবাদীর সঙ্গ বর্জন শিক্ষাপ্রদান—

ন্যাসী হৈয়া মদ্য পিয়ে, স্ত্রীসঙ্গ আচরে।
তথাপি ঠাকুর গেলা তাহার মন্দিরে।।৯৬।।
বাক্যাবাক্য কৈলা প্রভু, শিখাইল ধর্ম।
বিশ্রাম করিয়া কৈলা ভোজনের কর্ম।।৯৭।।
না হয় এ জন্মে ভাল, হৈব আর জন্মে।
সবে নিন্দকেরে নাহি বাসে ভাল-মর্মে।।৯৮।।

দেখা নাহি পায় যত অভক্ত সন্ন্যাসী।
তার সাক্ষী যতেক সন্ন্যাসী কাশীবাসী।।৯৯।।

কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণের প্রভু-আগমন-সংবাদ শ্রবণে গৌর-দর্শন-প্রাপ্তি-আশা এবং ভক্তি উপেক্ষাহেতু নৈরাশ্য—

শেষ-খণ্ডে যখনে চলিলা প্রভু কাশী।
শুনিলেক কাশীবাসী যতেক সন্ন্যাসী।।১০০।।
শুনিয়া আনন্দ হৈল সন্ন্যাসীর গণ।
'দেখিব চৈতন্য', বড় শুনি মহাজন।।১০১।।
সবেই বেদান্তী-জ্ঞানী, সবেই তপস্বী।
আজন্ম কাশীতে বাস, সবেই যশস্বী।।১০২।।
এক দোষে সকল গুণের গেল শক্তি।
পড়ায় বেদান্ত, না বাখানে বিষ্ণুভক্তি।।১০৩।।
অন্তর্যামী গৌরসিংহ ইহা সব জানে।
গিয়াও কাশীতে না দিলা দরশনে।।১০৪।।

চিহ্ন ও হস্তে মদিরাসব ধারণ করিয়া গুরু ও দেবতার ধ্যান-সহকারে তাহা পান করিবে। সুরাপাত্র-হস্তে মন্ত্রপাঠ-সহকারে পাঁচবার মদ্যপাত্রের বন্দনা করিয়া পাঁচপাত্র মদ্য পান করিবে। তৎপরে যে পর্যন্ত ইন্দ্রিয়-সকল চঞ্চল না হয়, সে পর্যন্ত পান করিতে থাকিবে। অনন্তর শান্তিস্তোত্রাদি পাঠ করা কর্তব্য।----প্রাণতোষিণীতন্ত্র ও কুলার্ণবে বিশেষ বিধান দ্রষ্টব্য।।৮৬।।

দারী সন্ন্যাসীর পুনঃ পুনঃ মদ্য পান করাইবার পিপাসা দেখিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু নিজেদের প্রস্থানের কথা জানাইলেন।।৮৯।।

দার-রহিত জনগণই সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু-শব্দবাচ্য। সন্ন্যাসিগণের সহিত প্রতিযোগিতা-মুখে দৌরাত্ম্য করিতে গিয়া সন্ন্যাস-বিরোধিসম্প্রদায় নারী-সংগ্রহ, পরনারী-গ্রহণ প্রভৃতি পাপ-কার্যকে ধর্মশাসনানুমোদিত বলিয়া প্রচলিত করিবার ইচ্ছা করে। এ'ক্ষেত্রে সন্ন্যাসীর স্ত্রীলোকটী সন্ন্যাসীকে বিরোধ করিতে নিষেধ করিল।।৯১।।

মহাপ্রভু যখন বুঝিতে পারিলেন যে, পাপ-পরায়ণ 'সন্ন্যাসী'-নামধারী কপট ব্যক্তি মদ্য পান করাইবার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিতেছে এবং সেইরূপ পাপবৃত্তি সমর্থন করিতেছে, তখন ভগবানের স্মরণপূর্বক আহার পরিত্যাগ ও "অমৃতাপিধানমসি স্বাহা" বলিয়া গণ্ডুষ করিয়াই উভয়েই গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন।।৯৩।।

সাধারণ নীতিপরায়ণ জড়ভোগ-প্রমত্ত জনগণ কেবলাদ্বৈতবৈদান্তিককে স্ত্রীসঙ্গী এবং মাতালদিগের অপেক্ষা উচ্চ আসন প্রদান করেন; কিন্তু জীবগণের প্রতি পরম কারুণিক সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ভগবান্ সাধারণের আপাত-দর্শনজনিত বিচার অনুমোদন না করিয়া বৈষ্ণববিদ্বেষী বৈদান্তিকের বিচার সম্পূর্ণ ভক্তিবিরুদ্ধ জানিয়া খণ্ডন করেন; আর দুর্বল, স্ত্রীসঙ্গী ও মদ্যপকে তারতম্য-বিচারে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন।।৯৫।।

সংসারে পরদারহারী মদ্যপানরত জনগণ 'পুণ্যবিগ্রহ' বলিয়া স্বীকৃত হন না। পাপীর গৃহে গমন করিয়া কেহই তাহাদের সঙ্গের অবকাশ দেন না। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ সঙ্গের তারতম্য-প্রদর্শনকল্পে মায়াবাদীর সঙ্গ মদ্যপায়ীর সঙ্গ অপেক্ষাও হেয় ও বর্জনীয়, ইহা বুঝাইবার জন্য দারী সন্ন্যাসীকেও কৃপা করিলেন; কিন্তু কাশীবাসী মায়াবাদী বৈদান্তিকগণের সঙ্গ অধিকতর পরিবর্জনীয় জানাইলেন। স্ত্রৈণ-মদ্যপ----কেবলমাত্র পাপী, পরন্তু মায়াবাদী----ভগবান্ ও ভক্তবিদ্বেষী, সুতরাং নিত্যকাল অপরাধী। পাপের ক্ষয়োন্মুখতা আছে। অপরাধ-বশে আত্মসংহার প্রভৃতি সার্বকালিক পাপ ঔপাধিক বিচারকে পরিত্যাগ করে না। অপরাধ-বশে জীবের নিত্য সৌভাগ্য ও চরম কল্যাণ নিত্যকালের জন্য নষ্ট হয়। পুণ্যাদির সমাগমে পাপ বিনষ্ট হয়। কিন্তু অপরাধে পাপাপেক্ষা সর্বতোভাবে অধিকতর অমঙ্গল লাভ ঘটে।।৯৬।।

রামচন্দ্রপুরীর মঠেতে লুকাইয়া।
রহিলেন দুই মাস বারাণসী গিয়া।।১০৫।।
বিশ্বরূপ—ক্ষৌরের দিবস দুই আছে।
লুকাইয়া চলিলা, দেখয়ে কেহ পাছে।।১০৬।।
পাছে শুনিলেন সব সন্ন্যাসীর গণ।
চলিলেন চৈতন্য, নহিল দরশন।।১০৭।।

মহাপ্রভুর প্রস্থানে মায়াবাদিগণের জল্পনা—

সর্ব-বুদ্ধি হরিলেক এক নিন্দা-পাপ।
পাছেও কাহার চিত্তে না জন্মিল তাপ।।১০৮।।
আরো বলে,—আমরা সকল পূর্বাশ্রমী।
আমা সবা সম্ভাষিয়া বিনা গেলা কেনী?১০৯।।
দুই দিন লাগি' কেনে স্বধর্ম ছাড়িয়া।
কেনে গেলা "বিশ্বরূপ 'ক্ষৌর' লঙ্ঘিয়া?১১০।।

কৃষ্ণভক্তিহীন নিন্দক কাশীপতি মহাদেবের দণ্ড্য—

ভক্তিহীন হইলে এমত বুদ্ধি হয়।
নিন্দকের পূজা শিব কভু নাহি লয়।।১১১।।
কাশীতে যে পর নিন্দে, সে শিবের দণ্ড্য।
শিব-অপরাধে বিষ্ণু নহে তার বন্দ্য।।১১২।।

গৌরসুন্দরের বৈষ্ণবনিন্দক ব্যতীত সকলকে কৃপা—

সবার করিব গৌরসুন্দর উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচার।।১১৩।।
মদ্যপের ঘরে কৈলা স্নান (সে) ভোজন।
নিন্দক বেদান্তী না পাইল দরশন।।১১৪।।

চৈতন্যদণ্ডে আশঙ্কাহীন ব্যক্তি—যমদণ্ড্য—

চৈতন্যের দণ্ডে যা'র চিত্তে নাহি ভয়।
জন্মে জন্মে সেই জীব যমদণ্ড্য হয়।।১১৫।।

মায়াবাদ-নিরাসকারী বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ জনগণই শুদ্ধ বৈদান্তিক। বিদ্ধবৈদান্তিকগণ মায়াবাদী, সুতরাং ভগবানের মায়াকে বাস্তব সত্যের সহিত সমপর্যায়ে গণনা করায় তাদৃশ দোষদুষ্ট জনগণ নিত্য ভগবান্ ও ভক্তগণের চরণে অপরাধী হইয়া পড়েন। নিখিল সদ্‌গুণসমূহ মায়াবাদীকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার আত্মধর্ম বিষ্ণুভক্তি লোপ করায়।।১০৩।।

শ্রীগৌরসুন্দর বারাণসীতে চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। শূদ্র চন্দ্রশেখর জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের লেখক ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীমন্মহাপ্রভুর রামচন্দ্রপুরীর মঠে লুকাইয়া থাকিবার কথা অবগত আছেন। রামচন্দ্রপুরী মাধবেন্দ্রপুরীর জনৈক কপট শিষ্য, তাঁহার মায়াবাদের প্রতি প্রচুর আগ্রহ ছিল। প্রকাশ্যভাবে রামচন্দ্রপুরীর মঠে অবস্থানের কথা প্রচার করিয়া তিনি কৃষ্ণভক্তগণের সঙ্গে অন্যত্র বাস করিতেন। রামচন্দ্রপুরী সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী, সুতরাং যতি-জীবনে সেই মঠে অবস্থানে বর্হিজগতে দোষারোপের অবকাশ ছিল না।।১০৫।।

বিশ্বরূপ ক্ষৌর—একদণ্ডী যতিগণের দুইমাস অন্তর পূর্ণিমা তিথিতে ক্ষৌরকার্য বিহিত হয়। চাতুর্মাস্যের মধ্যভাগে অর্থাৎ দুইমাস অন্তে যে ক্ষৌর হয়, উহা 'বিশ্বরূপ ক্ষৌর' নামে প্রসিদ্ধ। চাতুর্মাস্য-বিধিতে ক্ষৌরাদি ভোগ নিষেধ। কিন্তু প্রত্যেক দুইমাস অন্তর ক্ষৌরাদি পালন করিতে গিয়া শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা-দিবসে একদণ্ডী যতিগণের বিশেষ ক্ষৌর-বিধি আছে। তাহাতে তাঁহাদের চাতুর্মাস্য-ব্রত ভঙ্গ হয় না। বিশ্বরূপ-ক্ষৌরান্তে শ্রীগুরুপূজা ও গীতার বিশ্বরূপ-অধ্যায় পাঠ প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক কৃত্য আছে। ভাদ্র শুক্লা ত্রয়োদশী-দিবসে মহাপ্রভু গোপনে লোকদৃষ্টির অন্তরালে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। সন্ন্যাসিগণ জানিতেন যে, বিশ্বরূপ-ক্ষৌরের দিবস তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন পাইবেন। সন্ন্যাসিগণের ধারণা—শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাদের ন্যায় মায়াবাদী সন্ন্যাসী, সুতরাং বিশ্বরূপ-ক্ষৌরদিবসেও তিনি অন্যত্র গোপনে চলিয়া গেলেন জানিয়া তাঁহারা নৈরাশ্য-সাগরে পতিত হইলেন।।১০৬।।

যাহাদিগের আত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তি উদিতা হয় নাই, তাহারা বিশ্বরূপ-ক্ষৌর প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ায় আসক্ত থাকায় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ভক্তির সৌন্দর্য বুঝিতে পারে না। কাশীপতি সদাশিব বৈষ্ণবের নিন্দাকারীর পূজা কখনই গ্রহণ করেন না।।১১১।।

প্রভুনিন্দাকারী কাশীবাসীকে কাশীর মালিক মহাদেব দণ্ড বিধান করেন। এইরূপ দণ্ডার্হ জীব বৈষ্ণবাপরাধ-ক্রমে অপরাধী হওয়ায় বৈষ্ণবাগ্রণী মহাদেব তাহাদের অপরাধের দণ্ডবিধান-কল্পে বিষ্ণুভক্তি-রহিত করাইয়া দেন।।১১২।।

অজ-ভবাদি-স্তুত গৌরসুন্দরে রতিহীন বৈদান্তিকের সন্ন্যাসাদির নৈষ্ফল্য—

অজ, ভব, অনন্ত, কমলা সর্বমাতা।
সবার শ্রীমুখে নিরন্তর যাঁর কথা।।১১৬।।
হেন গৌরচন্দ্র-যশে যার নহে রতি।
ব্যর্থ তা'র সন্ন্যাস,বেদান্ত-পাঠে মতি।।১১৭।।

মহাপ্রভুর ও নিত্যানন্দের সন্তরণযোগে অদ্বৈত-ভবনে যাত্রা—

হেন মতে দুই প্রভু আপন-আনন্দে।
সুখে ভাসি' চলিলেন জাহ্নবী-তরঙ্গে।।১১৮।।

মহাপ্রভুর হুঙ্কারপূর্বক অদ্বৈত-তত্ত্ব কথন ও তাঁহাকে শাস্তি-প্রদানে সঙ্কল্প—

মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর করয়ে হুঙ্কার।
'মুঞি সেই, মুঞি সেই' বলে বার বার।।১১৯।।
"মোহারে আনিল নাড়া শয়ন ভাঙ্গিয়া।
এখানে বাখানে 'জ্ঞান' ভক্তি লুকাইয়া।।১২০।।
তা'র শাস্তি করোঁ আজি দেখ পরতেকে।
কেমতে দেখুক আজি জ্ঞান-যোগ রাখে।।"১২১।।
তর্জে গর্জে মহাপ্রভু, গঙ্গাস্রোতে ভাসে।
মৌন হই' নিত্যানন্দ মনে মনে হাসে।।১২২।।

অনন্ত ও মুকুন্দের সহিত গঙ্গায় ভাসমান গৌর-নিত্যানন্দের উপমা—

দুই প্রভু ভাসি' যায় গঙ্গার উপরে।
অনন্ত মুকুন্দ যেন ক্ষীরোদসাগরে।।১২৩।।

অদ্বৈতপ্রভুর গৌরসুন্দরের নিকট হইতে শাস্তিলাভাশায় মায়াবাদের আদর—

ভক্তিযোগ-প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল।
বুঝিলেন চিত্তে মোর হইবেক ফল।।১২৪।।
'আইসে ঠাকুর ক্রোধে' অদ্বৈত জানিয়া।
জ্ঞানযোগ বাখানে' অধিক মত্ত হইয়া।।১২৫।।
চৈতন্য-ভক্তের কে বুঝিতে পারে লীলা!
গঙ্গাপথে দুইপ্রভু আসিয়া মিলিলা।।১২৬।।

মহাপ্রভুর আগমনে অদ্বৈতের মায়াবাদ-ব্যাখ্যায় মত্ততা—

ক্রোধমুখ বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
দেখয়ে, অদ্বৈত দোলে জ্ঞানানন্দ-রঙ্গে।।১২৭।।

অচ্যুত, হরিদাস ও অদ্বৈত-গৃহিণীর প্রভু-প্রণাম—

প্রভু দেখি' হরিদাস দণ্ডবৎ হয়।
অচ্যুত প্রণাম করে অদ্বৈত-তনয়।।১২৮।।
অদ্বৈত-গৃহিণী মনে মনে নমস্করে।
দেখিয়া প্রভুর মূর্তি চিন্তিত অন্তরে।।১২৯।।

জগতের সকলের উদ্ধার-কামনায় শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তিপ্রচার-কার্য, কিন্তু দুরাচার মায়াবাদী বৈষ্ণবনিন্দকের উদ্ধারে মহাপ্রভুর করুণা ছিল না। তিনি বরং স্ত্রৈণ-মদ্যপের আতিথ্য-গ্রহণের লীলাভিনয় করিলেন, তথাপি বৈষ্ণববিদ্বেষী মায়াবাদী বৈদান্তিককে স্বীয় স্বরূপ-দর্শনের সৌভাগ্য দিলেন না।।১১৩।।

শ্রীচৈতন্যদেব মায়াবাদী বৈদান্তিকগণের সহিত অসহযোগ নীতি অবলম্বন করিয়া তাহাদের দণ্ড বিধান করিয়াছিলেন। এরূপ তীব্রদণ্ডে যাহার আতঙ্ক নাই, তাহাদিগকে প্রতিজন্মে যম প্রচুর পরিমাণে শাসন করিয়া থাকেন। সকল দেবই ভগবানের সেবক, তাঁহারা সর্বদা ভগবানের কথাই গান করিয়া থাকেন। দেব-দ্বিজসেবাবিমুখ-জনগণ কখনই শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে আসক্ত হইতে পারেন না। শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মে অত্যাসক্তি না থাকিলে নিরর্থক; কেবলাদ্বৈত-বিচারপরায়ণ হওয়া সর্বতোভাবে অপ্রয়োজনীয়। শ্রীমহাপ্রভুর সেবারহিত জনগণের মায়াবাদ-বেদান্তপাঠ, বিষ্ণুভক্তি-রহিত হওয়া ও বহির্জগতের ভোগপ্রবৃত্তি হইতে বিরত হওয়া----সকলই অকর্মণ্য ও বৃথা।।১১৫।।

শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত মুকুন্দের উপমা, নিত্যানন্দের সহিত অনন্তের সাদৃশ্য---ক্ষীরবারিতে বিষ্ণুর শয়ন; এখানে গঙ্গোদকে গৌরনিত্যানন্দের ভাসমান অবস্থা।।১২৩।।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট হইতে শাসনমুখে প্রচুর কৃপালাভের আশায় ভক্তিবিদ্বেষী মায়াবাদের আদরে দোদুল্যমান হইলেন; সুতরাং মহাপ্রভু নিত্যানন্দের সহিত তথায় আগমন করিয়া ভক্তিবিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করিলেন।।১২৭।।

বিশ্বম্ভরের তাৎকালিক মূর্তি-দর্শনে সকলের ভীতি—

বিশ্বম্ভর- তেজঃ যেন কোটি-সূর্যময়।
দেখিয়া সবার চিত্তে উপজিল ভয়।।১৩০।।

অদ্বৈতপ্রভুর গৌর-প্রশ্নে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা কথন ও মহাপ্রভুর অদ্বৈতকে প্রহার—

ক্রোধমুখে বলে প্রভু,—"আরে আরে নাড়া।
বল দেখি জ্ঞান-ভক্তি দুইতে কে বাড়া?"১৩১।।
অদ্বৈত বলয়ে,—"সর্বকাল বড় 'জ্ঞান'।
যার নাহি জ্ঞান, তা'র ভক্তিতে কি কাম?"১৩২।।
'জ্ঞান—বড়' অদ্বৈতের শুনিয়া বচন।
ক্রোধে বাহ্য পাসরিল শচীর নন্দন।।১৩৩।।
পিঁড়া হইতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া।
স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে, পাড়িয়া।।১৩৪।।

অদ্বৈত-গৃহিণীর মহাপ্রভুকে নিবারণ চেষ্টা, নিত্যানন্দের হাস্য এবং হরিদাসের ভীতি—

অদ্বৈতগৃহিণী পতিব্রতা জগন্মাতা।
সর্বতত্ত্ব জানিয়াও করয়ে ব্যগ্রতা।।১৩৫।।
"বুড়া বিপ্র, বুড়া বিপ্র, রাখ রাখ প্রাণ।
কাহার শিক্ষায় এত কর অপমান?১৩৬।।
এত বুড়া বামনেরে, আর কি করিবা?
কোন কিছু হৈলে এড়াইতে না পারিবা।।"১৩৭।।
পতিব্রতা-বাক্য শুনি' নিত্যানন্দ হাসে।
ভয়ে 'কৃষ্ণ' সঙরয়ে প্রভু হরিদাসে।।১৩৮।।

মহাপ্রভু সক্রোধে নিজতত্ত্ব কথন—

ক্রোধে প্রভু পতিব্রতা-বাক্য নাহি শুনে।
তর্জে গর্জে অদ্বৈতেরে সদম্ভ-বচনে।।১৩৯।।
শুতিয়া আছিলুঁ ক্ষীর-সাগরের মাঝে।
আরে নাড়া নিদ্রা-ভঙ্গ মোর তোর কাজে।।১৪০।।
ভক্তি প্রকাশিলি তুই আমারে আনিয়া।
এবে বাখানিস জ্ঞান ভক্তি লুকাইয়া।।১৪১।।
যদি লুকাইবি ভক্তি, তোর চিত্তে আছে।
তবে মোর প্রকাশ করিলি কোন্ কাজে?১৪২।।
তোমার সঙ্কল্প মুঞি না করি অন্যথা।
তুমি মোরে বিড়ম্বনা করহ সর্বথা।।১৪৩।।
অদ্বৈত এড়িয়া প্রভু বসিলা দুয়ারে।
প্রকাশে আপন-তত্ত্ব করিয়া হুঙ্কারে।।১৪৪।।
"আরে আরে কংস যে মারিল, সেই মুঞি।
আরে নাড়া সকল জানিস্ দেখ তুই।।১৪৫।।

সেইকালে হরিদাস ঠাকুর শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। অদ্বৈত-তনয় অচ্যুতানন্দ ও ঠাকুর হরিদাস উভয়ে মহাপ্রভুর আগমনে দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন।।১২৮।।

বহির্বিচারে অদ্বৈত-পত্নীদ্বয় মহাপ্রভুকে বাহিরে নমস্কার অভিবাদন না জানাইয়া মনে মনে অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্বক আনুগত্য স্বীকার করিলেন।।১২৯।।

মহাপ্রভুর প্রশ্নে জ্ঞান ও ভক্তির তারতম্য-নির্দেশে অদ্বৈতপ্রভু ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের প্রাধান্য আছে, জানাইলেন এবং জ্ঞানবান্ ব্যক্তির ভক্তিপথে থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই, ইহাও বলিলেন।।১৩২।।

ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের মহিমা অধিক বলায় মহাপ্রভু লোকশিক্ষার জন্য অদ্বৈতকে পিঁড়া হইতে প্রাঙ্গণে আনিয়া ভূমিশায়ী করিয়া প্রচুর পরিমাণে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন।।১৩৪।।

অদ্বৈতপত্নী বলিলেন, অদ্বৈত অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণবধের নিষেধ আছে। অত্যন্ত প্রহার ফলে যদি ব্রহ্মবধ হইয়া যায়, তাহা হইলে তজ্জন্য ঘাতকের অপরাধ হইতে মুক্ত হওয়া সহজসাধ্য হইবে না।।১৩৭।।

শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ধরাধামে অবতরণ করাইয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ভক্তির মহিমা প্রকাশিত করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে ভগবানের সেবাপ্রবৃত্তিকে আবরণ করিয়া জ্ঞানের ব্যাখ্যায় লোককে প্ররোচনা করায় তাঁহার পূর্ব উদ্দেশ্য নষ্ট হইতেছে,----একথা মহাপ্রভু জানাইলেন।।১৪১।।

অদ্বৈত প্রভুকে প্রহার করিতে বিরত হইয়া তিনি তাঁহার দ্বারদেশে উপবেশনপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে নিজ বিচিত্র লীলার কথা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।।১৪৪।।

অজ, ভব, শেষ, রমা করে মোর সেবা।
মোর চক্রে মরিল শৃগাল-বাসুদেবা।।১৪৬।।
মোর চক্রে বারাণসী দহিল সকল।
মোর বাণে মরিল রাবণ মহাবল।।১৪৭।।
মোর চক্রে কাটিল বাণের বাহুগণ।
মোর চক্রে নরকের হইল মরণ।।১৪৮।।
মুঞি সে ধরিলুঁ গিরি দিয়া বাম হাত।
মুঞি সে আনিলুঁ স্বর্গ হৈতে পারিজাত।।১৪৯।।
মুঞি সে ছলিলুঁ বলি, করিলুঁ প্রসাদ।
মুঞি সে হিরণ্য মারি' রাখিলুঁ প্রহ্লাদ।।''১৫০।।
এই মত প্রভু নিজ ঐশ্বর্য প্রকাশে।
শুনিয়া অদ্বৈত প্রেমসিন্ধু-মাঝে ভাসে।।১৫১।।

মহাপ্রভুর নিকটে শাস্তি-লাভে অদ্বৈতের নৃত্য ও প্রভুপ্রতি উক্তি—

শাস্তি পাই, অদ্বৈত পরমানন্দময়।
হাতে তালি দিয়া নাচে করিয়া বিনয়।।১৫২।।
"যেন অপরাধ কৈলুঁ, তেন শাস্তি পাইলুঁ।
ভালই করিলা প্রভু অল্পে এড়াইলুঁ।।১৫৩।।
এখন সে ঠাকুরাল বুঝিলুঁ তোমার।
দোষ-অনুরূপ শাস্তি করিলা আমার।।১৫৪।।
ইহাতে সে প্রভু ভৃত্যে চিত্তে বল পায়।"
বলিয়া আনন্দে নাচে শান্তিপুর-রায়।।১৫৫।।
আনন্দে অদ্বৈত নাচে সকল অঙ্গনে।
ভ্রূকুটি করিয়া বলে প্রভুর চরণে।।১৫৬।।
"কোথা গেল এবে মোরে তোমার সে স্তুতি?
কোথা গেল এবে তোর সে সব ঢাঙ্গাতি?১৫৭।।
দুর্বাসা না হঙ মুঞি যারে কদর্থিবে।
যার অবশেষ-অন্ন সর্বাঙ্গে লেপিবে।।১৫৮।।
ভৃগুমুনি নহুঁ মুঞি, যার পদধূলি।
বক্ষে দিয়া 'শ্রীবৎস' হইবা কুতূহলী।।১৫৯।।
মোর নাম অদ্বৈত—তোমার শুদ্ধ দাস।
জন্মে জন্মে তোমার উচ্ছিষ্টে মোর আশ।।১৬০।।

যিনি কংস বধ করিয়াছিলেন, তিনিই ভগবান্ গৌরসুন্দর—একথা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য ভাল করিয়া জানেন।।১৪৫।।

ব্রহ্মা, শিব, অনন্তদেব, লক্ষ্মী প্রভৃতি সকলেই ভগবানেরই সেবা করিয়া থাকেন। ভগবান্ সুদর্শন-চক্র-দ্বারা শৃগাল বাসুদেবের সংহার করিয়াছিলেন।।১৪৬।।

তথ্য। শৃগাল বাসুদেব—ভাঃ ১০।৬৬ অঃ এবং ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১২১ অঃ আলোচ্য।।১৪৬।।

তথ্য। ভাঃ ১০।৬৩ অঃ ও ১০ ৫৯ অঃ আলোচ্য।।১৪৮।।

তথ্য। ভাঃ ১০।২৫ ও ১০।৫৯ অঃ আলোচ্য।।১৪৯।।

তথ্য। —ভাঃ ৮।১৮-২৩ অঃ এবং ৭।৮ অঃ দ্রষ্টব্য।।১৫০।।

ঢাঙ্গাতি—ঢঙ্গত্ব। অদ্বৈত বলিলেন,—আমা-প্রতি তোমার সে-সকল স্তুতি এখন কোথায় গেল? আমি অভক্তি-পথ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে তুমি আমাকে স্তুতি করিবার পবিবর্তে প্রহার করিলে। আমি তোমার নিকট হইতে কোনদিন সেবা চাই না, তোমাকেই সেবা করিতে চাই; তুমি ঢঙ্গ-বিচারে আমাকে অবৈধভাবে স্তব করিয়াছ, এখন তাহা ত' রাখিতে পারিলে না। আমি তোমার নিত্য সেবক, তুমি আমার নিত্য প্রভু; সেবককে স্তব করা তোমার উচিত নহে। সেবককে শাসন করা ও তাহার স্তব গ্রহণ করাই তোমার স্বভাব। তাহা গোপন করিয়া আমাকে অবৈধভাবে যে স্তব করিয়াছ, এখন সেই স্তবের পরিবর্তে যেরূপ শাসন করিলে, এরূপ করাই তোমার উচিত।।১৫৭।।

আমি তোমার নিত্যদাস, দুর্বাসার ন্যায় ভগবান্ ও ভক্তের নির্যাতনকারী নহি। যদি আমি দুর্বাসার ন্যায় প্রকৃত প্রস্তাবে হরিভক্তির বিদ্বেষ করিতাম, তাহা হইলে তোমার আমাকে গর্হণ করা উচিত হইত; কিন্তু আমি তোমার ভক্ত।

পুরাণে উল্লিখিত আছে যে, দুর্বাসার উচ্ছিষ্ট অন্ন ভগবান্ স্বীয় গাত্রে লেপন করিয়াছিলেন।।১৫৮।।

তথ্য। ভাঃ ১০।৮৯ অঃ অষ্টব্য।।১৫৯।।

উচ্ছিষ্ট-প্রভাবে নাহি গণোঁ তোর মায়া।
করিলা ত' শাস্তি, এবে দেহ পদছায়া।।''১৬১।।

অদ্বৈতের প্রভুপাদপদ্মে পতন—

এত বলি ভক্তি করি' শান্তিপুর-নাথ।
পড়িলা প্রভুর পদ লইয়া মাথাত।।১৬২।।

মহাপ্রভুর অদ্বৈতকে ক্রোড়ে ধারণ এবং সকলের প্রেমক্রন্দন—

সম্ভ্রমে উঠিয়া কোলে কৈল বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতেরে কোলে করি' কান্দয়ে নির্ভর।।১৬৩।।
অদ্বৈতের ভক্তি দেখি' নিত্যানন্দ-রায়।
ক্রন্দন করয়ে যেন নদী বহি' যায়।।১৬৪।।
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে প্রভু হরিদাস।
অদ্বৈতগৃহিণী কান্দে, কান্দে যত দাস।।১৬৫।।
কান্দয়ে অচ্যুতানন্দ-অদ্বৈত-তনয়।
অদ্বৈত-ভবন হৈল কৃষ্ণপ্রেমময়।।১৬৬।।

মহাপ্রভুর অদ্বৈতকে বরদান—

অদ্বৈতেরে মারিয়া লজ্জিত বিশ্বম্ভর।
সন্তোষে আপনে দেন অদ্বৈতেরে বর।।১৬৭।।
''তিলার্ধেকো যে তোমার করয়ে আশ্রয়।
সে কেনে পতঙ্গ, কীট, পশু, পক্ষী নয়।।১৬৮।।
যদি মোর স্থানে করে শত অপরাধ।
তথাপি তাহারে মুঞি করিব প্রসাদ।।''১৬৯।।

বর-শ্রবণে অদ্বৈতের ক্রন্দন ও উক্তি—

বর শুনি' কান্দয়ে অদ্বৈত মহাশয়।
চরণে ধরিয়া কহে করিয়া বিনয়।।১৭০।।
''যে তুমি বলিলা প্রভু কভু মিথ্যা নয়।
মোর এক প্রতিজ্ঞা শুনহ মহাশয়।।১৭১।।

গৌরসেবাত্যাগী অদ্বৈত-ভক্তের সংহার-প্রাপ্তি—

যদি তোরে না মানিয়া মোরে ভক্তি করে।
সেই মোর ভক্তি তবে তাহারে সংহারে।।১৭২।।

গৌরপাদপদ্মে প্রীতিহীন অদ্বৈত-পুত্র-শিষ্যবর্গ অদ্বৈতের ত্যাজ্য—

যে তোমার পাদপদ্ম না করে ভজন।
তোরে না মানিলে কভু নহে মোর জন।।১৭৩।।
যে তোমারে ভজে প্রভু সে মোর জীবন।
না পারোঁ সহিতে মুঞি তোমার লঙ্ঘন।।১৭৪।।

তথ্য।—ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কার-চর্চিতাঃ। উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি।। (ভাঃ ১২।৬।৪৬)।।১৬১।।

অদ্বৈত বলিলেন,---- হে প্রভো, বিশ্বম্ভর, তোমার সেবা পরিত্যাগ করিয়া আমার শিষ্যনাম-ধারী ও অধস্তন পুত্রগণ যদি আমার সেবা করিবার জন্য ব্যগ্র হয়, তাহা হইলে তাহাদের তাদৃশী ভক্তি তাহাদিগকে সংহার করুক, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা।' শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে শ্রীচৈতন্যদেবের নিত্য দাস মনে না করিয়া তাঁহাকে 'বিষ্ণু' বুদ্ধি করত গৌরসুন্দরকে 'লক্ষ্মী' বুদ্ধি করায় অদ্বৈতের মূঢ় শিষ্যবর্গ অথবা অনভিজ্ঞ অধস্তন সন্তানগণ ভক্তি হইতে বিচ্যুত হন ও নিজেদের সর্বনাশ আনয়ন করেন।।১৭২।।

হে বিশ্বম্ভর, আমি কখনই কোন ব্যক্তিকে আমার নিজ জন বলিয়া পরিচয় দিব না---যাহাদের তোমার চরণ-সেবায় সর্বতোভাবে প্রীতি নাই; আমি সেই সকল অধস্তন পুত্র ও শিষ্যবর্গকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। শ্রীঅদ্বৈত-বংশে এবং সেই বংশীয় জনগণের শিষ্যবর্গে অদ্যাপি অদ্বৈতের ত্যাজ্য-পুত্রত্ব ও ত্যাজ্য-শিষ্যত্ব-বিচার গৌড়ীয়বৈষ্ণব-জগৎ সর্বদাই করিয়া থাকেন। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। অদ্বৈত-প্রভুর অন্তরঙ্গ শিষ্য ও অধস্তন সকলেই পণ্ডিত গদাধরের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। অদ্বৈতের বিরোধী পুত্র ও শিষ্যগণ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর বিচার গ্রহণ করেন নাই ও তাঁহাকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলিয়া জানিতে পারেন নাই।।১৭৩।।

মহাপ্রভু ভক্তভাব অঙ্গীকার করায় মূঢ় অদ্বৈতবাদিগণ বিশ্বম্ভরকে বিষয়-বিগ্রহ মনে না করিয়া আশ্রয়-বিগ্রহ মনে করে। উহাতে বিশ্বম্ভরের মর্যাদা লঙঘন হয় এবং নিজ নির্বুদ্ধিতা-ক্রমে বিষ্ণুবংশ হইবার অবৈধ চেষ্টা করিলে ত্যাজ্য বংশ ও শিষ্য-পরিচয় মাত্র অবশিষ্ট থাকে। চৈতন্যের অকৃত্রিম সেবকগণই পরম ভক্ত। মহাপ্রভুর নিজ-সেবক অদ্বৈত----প্রভুর জীবন-সদৃশ প্রিয়। যে ব্যক্তি বিষয়-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেবের সেবা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অপস্বার্থপোষণের জন্য অদ্বৈত-মহিমা নিযুক্ত করেন,

যদি মোর পুত্র হয়, হয় বা কিঙ্কর।
'বৈষ্ণবাপরাধী' মুঞি না দেখোঁ গোচর।।১৭৫।।

গৌরবিমুখ ইতর দেবপূজকের তত্তদ্দেবতা কর্তৃক বিনাশ-প্রাপ্তি,
দৃষ্টান্ত-স্বরূপ সুদক্ষিণ-উপাখ্যান বর্ণন—

তোমারে লঙ্ঘিয়া যদি কোটি-দেব ভজে।
সেই দেব তাহারে সংহারে কোন ব্যাজে।।১৭৬।।
মুঞি নাহি বলোঁ এই বেদের বাখান।
সুদক্ষিণ-মরণ তাহার পরমাণ।।১৭৭।।

সুদক্ষিণের শিবারাধনা—

সুদক্ষিণ নাম—কাশীরাজের নন্দন।
মহা-সমাধিয়ে শিব কৈল আরাধন।।১৭৮।।

শিবের সুদক্ষিণকে বর-দান, অভিচার-যজ্ঞানুষ্ঠানের
উপদেশ ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষ নিষেধ—

পরম সন্তোষে শিব বলে—''মাগ বর।
পাইবে অভীষ্ট, অভিচার-যজ্ঞ কর।১৭৯।।
বিষ্ণুভক্ত প্রতি যদি কর অপমান।
তবে সেই যজ্ঞে তোর লইব পরাণ।।''১৮০।।

শিবাজ্ঞায় সুদক্ষিণের অভিচার-যজ্ঞ—

শিব কহিলেন ব্যাজে, সে ইহা না বুঝে।
শিবাজ্ঞায় অভিচার-যজ্ঞ গিয়া ভজে।।১৮১।।

অভিচার-যজ্ঞে ত্রিশির-মূর্তির আবির্ভাব ও তাহাকে
দ্বারকা-দাহনে সুদক্ষিণের আদেশ—

যজ্ঞ হৈতে উঠে এক মহা-ভয়ঙ্কর।
তিন কর, চরণ , ত্রিশির-রূপ ধর।।১৮২।।
তালজঙ্ঘ পরমাণ বলে,—'বর মাগ'।
রাজা বলে'—'দ্বারকা পোড়াও মহাভাগ'।।১৮৩।।

শৈব-মূর্তির সদুঃখে দ্বারকা-গমন, সুদর্শনের তাহাকে
আক্রমণ এবং শৈব-মূর্তির সুদর্শন-স্তব—

শুনিয়া দুঃখিত হৈল মহা-শৈব-মূর্তি।
বুঝিলেন ইহার ইচ্ছার নাহি পূর্তি।।১৮৪।।

তিনি ভগবানের অনুগ্রহ-লাভে চিরদিন বঞ্চিত হইয়া আত্মম্ভরী, দাম্ভিক ও প্রতিষ্ঠাশা পরায়ণ হন। অদ্যাপি কেহ কেহ অদ্বৈত-বংশ পরিচয় দিয়া শুদ্ধভক্তের শুদ্ধা ভক্তির অনুষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠাশা বলিয়া স্থাপন করিতে যত্ন করেন। তাহাতে তাঁহাদের অবৈধ দাম্ভিকতা প্রকাশিত হয় মাত্র। ঐ প্রকার দাম্ভিকগণ ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া আপনাদিগকে বিষ্ণুবংশ ও তদ্‌বংশের দাসাভিমানী বৈষ্ণব মনে করিয়াপ্রতিষ্ঠাশা-সাগরের অতল জলধিতে নিমগ্ন হন; অদ্বৈতপ্রভু তাঁহাদিগের, অপরাধ ক্ষমা করিয়া সদ্‌বুদ্ধি দিউন, ইহাই শুদ্ধভক্ত জগতের একমাত্র প্রার্থনীয়।।১৭৪।।

শ্রীঅদ্বৈতের ৩ পুত্র ও কতিপয় শিষ্যব্রুব শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শুদ্ধদাসগণের প্রতি অপরাধ বিশিষ্ট হইবে অদ্বৈত প্রভু তাঁহাদিগের সহিত সঙ্গ ও কৃপা বিচ্ছিন্ন করেন, ইহা শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর উক্তি হইতেই জানা যায়। তাঁহার প্রকটকালে ও তৎকালাবধি বর্তমানকাল পর্যন্ত তাঁহার ত্যাজ্যপুত্রদলে ও তাঁহাদের অধস্তন শিষ্যসম্প্রদায়ে শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীচৈতন্যদেবের কোন সম্বন্ধই নাই। তাঁহারা আপনাদিগের অবৈষ্ণব পরিচয়ের অদ্যাপি বহুমানন করেন।।১৭৫।।

অনর্পিতচরী স্বভক্তি-শ্রীর প্রচার-বাসনায় শ্রীভগবানের ভক্তভাবাঙ্গীকার----করুণায় অকৃত্রিম আদর্শ। সেই পুরটসুন্দর-দ্যুতি-কদম্ব-সন্দীপিত শ্রীগৌরহরির সেবা পরিত্যাগ করিয়া যে সকল দেবানুভূতিতে প্রেমভক্তির অমর্যাদা দৃষ্ট হয়, তাদৃশ কোটি কোটি দেবগণের মর্যাদা কখনই বিশ্বম্ভরলঙঘন-জনিত অপরাধ প্রশমিত করিতে পারে না। শ্রীগৌরবিমুখ পণ্ডিতম্মন্য জনগণ যতই না কেন, বিভিন্ন পবিত্র দেবতার পূজায় মত্ত হউন, সেই পূজ্যবস্তু-সকলই তাঁহাদের বিপথগামী স্তাবককে কোন না কোন ছলনায় বিনষ্ট করেন।।১৭৬।।

শ্রীবেদব্যাস-রচিত পুরাণ-সমূহ আকর বেদশাস্ত্রের ঐতিহ্যের বিস্তৃতি মাত্র। পুরাণাদি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। উহাই ঐতিহ্যের সুগম আলোচ্য বিষয়। প্রাচীন দেবভাষা-লিখিত বেদ সমূহের আদর শ্লথ হওয়ায় এবং সেইগুলি কালের কবলে কবলিত হওয়ায় আর নয়নগোচর হইতেছে না বলিয়া পুরাণগুলিকে বেদ হইতে পৃথক্ জ্ঞান করা অনভিজ্ঞতার পরিচয় মাত্র। বেদব্যাখ্যামূলে ঐতিহ্য পুরাণে সংগৃহীত হইয়াছে। সেই পুরাণে (ভাঃ ১০।৬৬ অঃ) সুদক্ষিণের মরণ-বৃত্তান্ত অদ্বৈতের উক্তিসমূহের প্রমাণ বলিয়া জানিতে হইবে।।১৭৭।।

অনুরোধে গেলা মাত্র দ্বারকার পাশে।
দ্বারকা-রক্ষক চক্র খেদাড়িয়া আসে।।১৮৫।।
পলাইলে না এড়াই সুদর্শন-স্থানে।
মহা শৈব পড়ি' বলে চক্রের চরণে।।১৮৬।।
"যারে পলাইতে নাহি পারিল দুর্বাসা।
নারিল রাখিতে অজ-ভব-দিগ্‌বাসা।।১৮৭।।
হেন মহা–বৈষ্ণব–তেজের স্থানে মুঞি।
কোথা পলাইব প্রভু যে করিস্ তুই।।১৮৮।।
জয় জয় প্রভু মোর সুদর্শন নাম।
দ্বিতীয় শঙ্কর-তেজ জয় কৃষ্ণধাম।।১৮৯।।
জয় মহাচক্র, জয় বৈষ্ণবপ্রধান।
জয় দুষ্ট-ভয়ঙ্কর, জয় শিষ্টত্রাণ।।"১৯০।।

সুদর্শনাজ্ঞায় শৈবমূর্তির সুদক্ষিণকে দাহন—

স্তুতি শুনি' সন্তোষে বলিল সুদর্শন।
পোড়া গিয়া যথা আছে রাজার নন্দন।।১৯১।।
পুনঃ সেই মহা-ভয়ঙ্কর বাহুড়িয়া।
চলিলা কাশীর রাজপুত্র পোড়াইয়া।।১৯২।।

শ্রীচৈতন্যদাসগণের বিদ্বেষী অদ্বৈত-ভক্তের অদ্বৈত-কর্তৃক বিনাশ-প্রাপ্তি—

তোমারে লঙ্ঘিয়া প্রভু শিবপূজা কৈল।
অতএব তার যজ্ঞে তাহারে মারিল।।১৯৩।।
তেঞি সে বলিলুঁ প্রভু তোমারে লঙ্ঘিয়া।
মোর সেবা করে তারে মারি পোড়াইয়া।।১৯৪।।
তুমি মোর প্রাণনাথ, তুমি মোর ধন।
তুমি মোর পিতা-মাতা, তুমি বন্ধুজন।।১৯৫।।
যে তোরে লঙ্ঘিয়া করে মোরে নমস্কার।
সে জন কাটিয়া শির করে প্রতিকার।।১৯৬।।

কৃষ্ণলঙ্ঘনকারী ইতর দেবপূজক সত্রাজিতাদির দৃষ্টান্ত—

সূর্যের সাক্ষাৎ করি রাজা সত্রাজিৎ।
ভক্তি-বশে সূর্য তান হইলা বিদিত।।১৯৭।।
লঙিঘয়া তোমার আজ্ঞা আজ্ঞা-ভঙ্গ-দুঃখে।
দুই ভাই মারা যায়, সূর্য দেখে সুখে।।১৯৮।।
বলদেব-শিষ্যত্ব পাইয়া দুর্যোধন।
তোমারে লঙ্ঘিয়া পায় সবংশে মরণ।।১৯৯।।

মহা-সমাধিয়ে----মহা সমাধি অবলম্বন করিয়া।।১৭৮।।

অভিচার যজ্ঞ----অথর্ববেদোক্তমারণ-উচাটনাদি হিংসাকর্ম। তন্ত্রেও মারণ, মোহন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি অভিচারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এতন্নিবন্ধন দেবীর পূজা ও হোমাদির বিধান আছে।।১৭৯।।

যিনি শ্রীচৈতন্য দাসগণের বিদ্বেষ করিতে উদ্‌গ্রীব হন এবং অদ্বৈতের সম্বন্ধ লইয়া 'সেবক' পরিচয় দিতে যান, তাঁহাকে অদ্বৈত সুদক্ষিণের ন্যায় বিদগ্ধ করেন। যে স্তাবকগণ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিয়া থাকেন, অদ্বৈত প্রভু বা মহাদেব কখনই তাদৃশ স্তাবকবর্গের পূজা গ্রহণ করেন না। আজও দাম্ভিক-সম্প্রদায় ভক্তির বিদ্বেষ করিবার জন্য দম্ভবশে প্রতিযোগি-সম্মেলন ও প্রতিযোগি কীর্তন প্রচারাদি সম্পাদন করিবার যত্ন করে, কিন্তু কীর্তনীয়-বিগ্রহ বিষ্ণু-বৈষ্ণব তাহাদিগকে অপস্বার্থে নিয়োগ করিয়া বৈষ্ণব-সেবা-বুদ্ধি হইতে অনন্ত কালের জন্য সংহার করিয়া থাকেন। তাহারা নিজ আচরণ-দ্বারাই কাম-ক্রোধের দাস হইয়া আত্মবিনাশ সাধন করে, সুতরাং শুদ্ধভক্তি চিরতরে তাহাদিগকে বিদায় দান করে।।১৯৪।।

শ্রীগৌরসুন্দরকে অনেকে ভ্রান্ত-বিচারে আশ্রয়-জাতীয় মাতৃ-বিগ্রহ, আশ্রয়-জাতীয় পিতৃ-বিগ্রহ, আশ্রয়জাতীয় বন্ধুবিগ্রহ প্রভৃতি মনে করেন; কিন্তু অদ্বৈত-প্রভু গৌরসুন্দরকে জাগতিক সকল পরিচয় হইতে পৃথক্ বুদ্ধি করিয়া লোকাতীত পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, ধনত্ব, প্রাণনাথত্বে স্থাপন করিলেন। প্রাপঞ্চিক সম্বন্ধগুলি অনুপাদেয় ভোগ-প্রতীতিমাত্রে অবস্থিত, উহাতে সেবা-মাত্র নাই। প্রাকৃত-সহজিয়ার কান্তভাব, প্রাকৃত-সহজিয়া-ধনীর ধন, প্রাকৃত সহজিয়া-পুত্রের পিতামাতা, বন্ধু----সকলগুলিই ভোগাকাশে আবদ্ধ। তাহারা ভোগমুক্ত হইবার জন্য ত্যাগাকাশ শূন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নির্বিশেষবাদী হয়, কিন্তু যাঁহারা জগতের সকল প্রকার আশ্রয়-জাতীয় প্রতীতিসমূহে বৈষ্ণব-বুদ্ধি করেন, তাঁহারা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান বা ভোগবুদ্ধি হইতে নিত্যকালের জন্য পৃথক্ হইতে পারেন। বৈষ্ণব দর্শনে নিজ প্রাপঞ্চিক ভোগবুদ্ধি নাই; দৃশ্য পদার্থে "ভোগ্য" জ্ঞান নাই; পরন্তু ভোগের পরিবর্তে সেব্যবুদ্ধি প্রবল।।১৯৫।।

হিরণ্যকশিপু বর পাইয়া ব্রহ্মার।
লঙ্ঘিয়া তোমারে গেল সবংশে সংহার।।২০০।।
শিরশ্ছেদি, শিব পূজিয়াও দশানন।
তোমা লঙ্ঘি' পাইলেক সবংশে মরণ।।২০১।।

শ্রীচৈতন্যদেবই—সকল দেবতার মূল আকর ও সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর; ব্যক্তাব্যক্ত জগৎ সকলই তাঁহার দাস—

সর্ব-দেবমূল তুমি সবার ঈশ্বর।
দৃশ্যাদৃশ্য যত—সব তোমার কিঙ্কর।।২০২।।

সর্বেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণে সেবা-বিমুখ ব্যক্তির কৃষ্ণদাস দেবগণের পূজা-ফলে তত্তদ্দেবতা কর্তৃক বিনাশ-প্রাপ্তি—

প্রভুরে লঙ্ঘিয়া যে দাসেরে ভক্তি করে।
পূজা খাই' সেই দাস তাহারে সংহারে।।২০৩।।

বিষ্ণুকে লঙ্ঘনপূর্বক শিবাদির পূজা বৃক্ষের মূলোচ্ছেদপূর্বক পল্লবাদির সেবনকার্যবৎ—

তোমারে লঙ্ঘিয়া যে শিবাদি-দেব ভজে।
বৃক্ষমূল কাটি' যেন পল্লবেরে পূজে।।২০৪।।

যজ্ঞাদি সর্বমূল গৌরসুন্দরের উপেক্ষাকারীর পূজা অদ্বৈতের অগ্রাহ্য—

বেদ, বিপ্র, যজ্ঞ, ধর্ম—সর্বমূল তুমি।
যে তোমা না ভজে, তা'র পূজ্য নহি আমি।।"২০৫।।

অদ্বৈতের বাক্যে মহাপ্রভুর উক্তি—

মহাতত্ত্ব অদ্বৈতের শুনিয়া বচন।
হুঙ্কার করিয়া বলে শ্রীশচীনন্দন।।২০৬।।

বদ্ধজীবসমূহ ত্রিগুণের আবরণে কর্মসমূহকে প্রাকৃত ভূমিকায় পাড়িয়া ফেলিয়া নিজে ভোক্তৃত্ব ও কর্তৃত্ব গ্রহণপূর্বক যে সেবা বা অহঙ্কার-পরিত্যাগের অভিনয় করে, উহা সেব্যের অপমান মাত্র। সেবা-রহিত দর্শন-ভোগ্যোন্মুখ জীবের হরিসেবা-বিমুখতা মাত্র। তজ্জন্য যে ভক্তির ভান জড়ীয় পিতা, মাতা, বন্ধু, কান্ত প্রভৃতিতে বিহিত হয়, সেইগুলি সেব্য বস্তুকে সেবকরূপে পরিণত করিবার দুষ্টআচরণ মাত্র। সেবোন্মুখ দর্শন ব্যতীত যে সেবকাভিনয়, উহা সেব্যের শিরশ্চেদন মাত্র অর্থাৎ সেব্যের উপর আধিপত্য বিস্তার।।১৯৬।।

হে বিশ্বম্ভর চৈতন্যদেব! তুমি সকল দেবতার মূল আকর। তুমি সকল ঈশ্বরের পরমেশ্বর। তুমি প্রেমময়বিগ্রহ। অব্যক্ত ও ব্যক্ত জগৎ সকলই তোমার বিভিন্ন অধিকারিক সেবা লইয়া ভৃত্যের কার্য করে। তোমার কতিপয় ভৃত্য হরিসেবা-বিমুখ জীবগণের ইন্ধন স্বরূপ হইয়া তাহাদিগের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের গোচরীভূত বস্তুরূপে পরিণত হয়। সেই সকল লুব্ধ অনভিজ্ঞ জন পরমেশ্বরের প্রতি সেবাচেষ্টা প্রদর্শন না করিয়া হরিসেবা-বৈমুখ্যকেই সর্বতোভাবে সঙ্গত মনে করে। কিন্তু সেই সকল বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত দৃশ্যাদৃশ্য সকল বস্তুই যে তোমার সেবায় নিযুক্ত, তুমি যে সেব্যবস্তু, সেই তোমাকে অনাদর করিতে শিখাইয়া বিপথগামী করে। তাদৃশ আধিকারিক ভগবৎকিঙ্করগণ নিজ নিজ প্রতারিত স্তাবকগণের নিকট হইতে তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ যোগাইয়া তাহাদিগকে অধিকতর কৃষ্ণসেবাবিমুখ করান। সেই লোভনীয় ইন্দ্রিয়জজ্ঞানলব্ধ বাহ্যপ্রতীতি দর্শকদিগের কর্তৃত্ব সম্বর্ধন করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করে।।২০৩।।

শ্রীকর, শ্রীকণ্ঠ, এবং উত্তরকালে অপ্যয়দীক্ষিত প্রভৃতি শৈবগণ, লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের মাণিক্য-ভাস্কর, জ্ঞানেশ্বর, কেবলাদ্বৈতবাদী আচার্যগণ সকলেই দম্ভভরে বিশিষ্টাদ্বৈতবিচারে বিষ্ণুভক্তি হইতে চ্যুত হইয়া যে শিবভক্তির আবাহন করেন, সেই মহাদেবই তাঁহার স্বরূপ জ্ঞানের অভাব-হেতু উহাদের পূজা গ্রহণ না করিয়া ন্যূনাধিক কেবলাদ্বৈত-বাদে নিযুক্ত করতঃ তাহাদের স্তাবক-ধর্ম নিরাস করেন। বিষ্ণুসেবা পরিত্যাগপূর্বক বিষ্ণুর আংশিক জড় জগতের অনিত্যতাপ্রতিপাদনকারী শক্তিমত্তত্ত্ব বিচার করিতে গিয়া বিষ্ণু ব্যতীত যে বহিরঙ্গ প্রতীতি-সাধ্য প্রকৃতিসঙ্গ সমন্বিত শিবাদি দেবতার পূজা করেন, তাহারা বৃক্ষের মূল উচ্ছেদ করিয়া পল্লবাদির সেবা করেন মাত্র। "যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন" শ্লোক এবং ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চদেবতার স্বরূপ-বর্ণনের সহিত বিষ্ণুর স্বরূপবৈশিষ্ট্য এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।।২০৪।।

শ্রীচৈতন্যদেবের উপদিষ্ট সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেমে যাঁহাদের রুচি নাই এবং কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা শ্রীচৈতন্যচরণে যাঁহারা সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা অদ্বৈতপ্রভুর পূজা করিতে আসিলে অদ্বৈতপ্রভু কখনই তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করেন

কৃষ্ণভক্তকে লঙ্ঘনপূর্বক বিষ্ণুপূজা—বিষ্ণু-অঙ্গে আঘাত করা মাত্র—

"মোর এই সত্য সবে শুন মন দিয়া।
যে আমারে পূজে মোর সেবক লঙ্ঘিয়া।।২০৭।।
সে অধম জনে মোরে খণ্ড খণ্ড করে।
তার পূজা মোর গায়ে অগ্নি-হেন পোড়ে।।২০৮।।

আধ্যক্ষিক জ্ঞানে ভক্তনিন্দা দ্বারা ভগবৎ কর্তৃক সংহার-প্রাপ্তি—

যে আমার দাসের সকৃৎ নিন্দা করে।
মোর নাম কল্পতরু সংহারে তাহারে।।২০৯।।

মৎসর ব্যক্তির ভক্ত-হিংসা-প্রবৃত্তি অমঙ্গলের জনক ও আত্মবিনাশক—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত, সব মোর দাস।
এতেকে যে পর হিংসে সেই যায় নাশ।।২১০।।
তুমি ত' আমার নিজ দেহ হৈতে বড়।
তোমারে লঙ্ঘিলে দৈবে না সহয়ে দঢ়।।২১১।।

ফলকামরহিত সন্ন্যাসীরও নিন্দারহিত বৈষ্ণবের নিন্দাফলে অধঃপতন-লাভ—

সন্ন্যাসীও যদি অনিন্দক নিন্দা করে।
অধঃপাতে যায়, সর্ব ধর্ম ঘুচে তারে।।"২১২।।

না। কতিপয় অনভিজ্ঞ জন বেদের একদেশ কর্মকাণ্ডে প্রতারিত হইয়া যে বৈতানিক যজ্ঞধর্মের আবাহন করেন, বেদের তাৎপর্য-বোধের অভাবে চৈতন্যসেবাবঞ্চিত হইলে তাহাদের বাহ্যপ্রতীতি উহাদিগকে ন্যূনাধিক বৌদ্ধদিগের প্রতিযোগী করিয়া তুলিবে---অসুরগণের সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত করত নিজ নিজ যাজ্ঞিকানুষ্ঠানের প্রশংসামাত্র করিয়া মূলতাৎপর্য ভগবৎপ্রতীতিকে বিস্মৃত করাইবে। দৃশ্যাদৃশ্য জগতের বৈষ্ণব-প্রতীতিকে সাধ্য-জ্ঞান না করিয়া নিজ নিজ অনর্থময় অবস্থায় ত্রিগণতাড়িত হইয়া যে কর্তৃত্বাভিমান, তাহাতে সকল বস্তুর মূল আকর ও অধিষ্ঠান এবং সকল নশ্বর বস্তুর বহিঃপ্রতীতি লোকের কারণ যে তুমি, তোমাকে বাদ দিয়া যে প্রকার দাম্ভিকানুষ্ঠান ভগবদ্বিমুখ-সমাজে প্রবল আছে, তাহাদিগকে আমি কখনই আমার নিজ জন জানিব না, যেহেতু তাহারা বিষ্ণু বৈষ্ণব-অপরাধী। গৌরসুন্দর অদ্বৈতপ্রভুর অবিবদমান অদ্বয়জ্ঞান শ্রবণ করিয়া সুখী হইলেন, "বদন্তি তত্ত্ববিদঃ" শ্লোকের অদ্বয়জ্ঞান-তাৎপর্য অদ্বৈতপ্রভুর মুখে শুনিয়া চৈতন্যদেব অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বের আচার্যরূপে মহাবিষ্ণু অদ্বৈতপ্রভুকে সমাদর করিলেন।।২০৫।।

শ্রীগৌরসুন্দর অদ্বৈতের অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব শুনিয়া তাঁহার সকল নিজজনকে উহা মনোযোগের সহিত আলোচনা করিতে বলিলেন। অদ্বৈতের উক্তি সমর্থনপূর্বক সেব্যের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া গৌরসুন্দর বলিলেন,----"সেব্য সেবকের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্তমান। সুতরাং 'অর্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চয়েত্তু যঃ। ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ।।' ভগবত্তত্ত্বকে একটী প্রাকৃত জগতের খণ্ডিত অংশ জ্ঞান করিলে ভগবৎশরীরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কীর্তন করা হয়। সেই সকল ধর্মের নামে হিংসা-প্রবৃত্তিমূলে খণ্ডিত বিচারভেদসমূহ নানাবিধ ধর্মমত সৃষ্টি করিয়া বাস্তবসত্য হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। আমি পুরুষোত্তম, সেব্য-বিষয়-বিগ্রহ; আশ্রয়সমন্বিত না হইলে, আমার বিচিত্র বিলাস না থাকিলে, আমাকে নির্বিশিষ্ট বিচারকারাগারে আবদ্ধ করিলে এবং আমার অঙ্গ-প্রতঙ্গসমূহকে অঙ্গী হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে যে প্রকার ধার্মিকতা-সাধন-সিদ্ধির ও প্রজল্পের বিড়ম্বনা জগতে দেখা যায়, ঐ প্রকার পূজা ও ধর্মানুশীলন পুরুষোত্তম আমার অঙ্গে অগ্নি নিক্ষেপ করিয়া পোড়াইবার প্রয়াস মাত্র।" বিষ্ণুভক্তি রহিত জনগণের মৎসরতা ও হিংসা প্রবৃত্তি----অদ্বয়জ্ঞান বিষ্ণুকে জড়জগতের হেয়তা আরোপ করিয়া খণ্ডিত করিবার প্রয়াস মাত্র; অথবা নিত্য-বিলাস-বিচিত্রতাতে বাধা দিয়া জড় ভোগের সহিত সমজ্ঞান-সেই পূর্ণ বিলাসের হানি করা মাত্র। জাগতিক অনুভূতিতে যে দ্বাদশ প্রকার নশ্বর রস-বৈষম্য 'রস' নামে লক্ষিত হয়' অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচার-সম্পন্ন আত্মা ঐগুলিকে ব্যতিরেক বিচারে কুণ্ঠিত করেন না। মায়িক বিচার-রহিত হইয়া বৈকুণ্ঠ দর্শনই বিষ্ণুসেবার উন্মুখতা।।২০৭।।

প্রপঞ্চে বিষ্ণুমায়া অনভিজ্ঞ জনের কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বে ইন্ধন প্রদানপূর্বক ভগবদিচ্ছাক্রমে তাহাদিগকে প্রতারণা করিয়া থাকেন। লোভী জীব স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে কখনও আপনাকে 'মায়াবাদী', কখনও অহঙ্কার-বিমূঢ়-ভাবে ত্রিগুণতাড়িত আপনাকে 'দেবতা' মনে করেন। কৃষ্ণের আকর্ষণ হইতে আকৃষ্টের বিচ্ছিন্ন হইবার প্রয়াসের নামই 'ভোগ', আর কৃষ্ণে সেবোন্মুখ হইবার

অমন্দোদয়-দয়াকারী মহাপ্রভুর মায়াবাদী, কর্মী ও অন্যাভি-লাষীকে বৈষ্ণবনিন্দারহিত হওয়ার উপদেশ প্রদান—

বাহু তুলি' জগতেরে বলে গৌরধাম।
''অনিন্দক হই' সবে বল কৃষ্ণনাম।।২১৩।।
'অনিন্দক হই' যে সকৃৎ 'কৃষ্ণ' বলে।
সত্য সত্য মুঞি তারে উদ্ধারিব হেলে।।২১৪।।

মহাপ্রভুর বাক্যে ভক্তগণের জয়ধ্বনি এবং অদ্বৈতের প্রেমক্রন্দন—

এই যদি মহাপ্রভু বলিলা বচন।
'জয় জয় জয়' বলে সর্ব-ভক্তগণ।।২১৫।।
অদ্বৈত কান্দয়ে দুই চরণে ধরিয়া।
প্রভু কান্দে অদ্বৈতেরে কোলেতে করিয়া।।২১৬।।

যত্নের নামই 'ভক্তি'। যাহারা এহেন আশ্রিতের ভেদাংশকে নিরাশ্রিত জ্ঞানে ত্রিগুণ-তাড়িত কর্তৃত্বাভিমান মাত্র আরোপ করে, সেই অনভিজ্ঞ দ্বিপাদ পশু বহির্জগতে ভোগ নিরত হয় মাত্র এবং কৃষ্ণ ও তদ্‌ভক্তগণকে আদর করে না। যখন তাহারা পশুবৃত্তিরূপ কর্তৃত্ব-সঙ্কোচ-মানসে ভগবানের সেবা করে ভক্তের সেবা-লাভে বঞ্চিত হয়, তখন তাহাদের ভক্তবিদ্বেষকেই ভগবদ্ভক্তি বলিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ঘটে। তজ্জন্য গৌরসুন্দর বলিতেছেন,—'আমার প্রকাশের অবতার-সমূহের ও অন্তরঙ্গ ভক্তের এবং মদাশ্রিত ব্যক্তিবিশেষের আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের সহিত আমার ভেদ করিয়া যে ব্যক্তি আমার পূজার ছলনা করে, আমি তাহাদিগকে সংহার করিয়াই আমার দয়ার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়া থাকি।' ভগবদ্ভক্তে নিখিল সদ্‌গুণ বর্তমান। মুক্তি তাঁহার দাসী,ভুক্তি তাঁহার আজ্ঞাবহ। সুতরাং আধ্যক্ষিক দর্শনে প্রাকৃত বিচারে প্রত্যক্ষবাদী যে ভক্তের গর্হণ করেন—নিন্দা পরিবাদাদি করেন, সেরূপ দাম্ভিকতা করিলে ভগবান্ তাঁহাকে সংহার করেন।।২০৯।।

প্রাপঞ্চিক মানব হরিবিমুখতা ক্রমে কাম-ক্রোধাদি রিপুগণের ভৃত্যবৃত্তিকেই একমাত্র অবলম্বন বলিয়া স্বীকার করেন। দৃশ্যাদৃশ্য জগৎ সকলেই সেব্য ভগবানের সম্বন্ধে সেবকরূপে অধিষ্ঠিত। যদি এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি মৎসর-ভার প্রদর্শন করে, তাহা হইলে ঐ মৎসর ব্যক্তি 'বৈষ্ণব'-নামে আত্ম প্রতিষ্ঠানের ব্যাঘাত করিয়া সেবোন্মুখ জনগণের বিদ্বেষকারি-রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেইরূপ বিচারে যে সকল হিংসা দেখা যায়, তাহাতে ন্যূনাধিক ভগবানের হিংসাই হইয়া থাকে। আবার ভক্তের পরোপকার প্রবৃত্তি—সেবা-প্রবৃত্তি অত্যন্ত অধিক প্রবল বলিয়া তাঁহারা চৈতন্য দাস্যে অনভিজ্ঞজীবগণের কৃষ্ণোন্মুখতা,-সমৃদ্ধির জন্য যে সকল চেষ্টা করিয়া থাকেন, ঐ চেষ্টাকে মৎসর সম্প্রদায় তাহাদের হিংসাবৃত্তির বিচিত্র বিলাসের অন্যতম জ্ঞান করে, উহাতে তাহাদের অমঙ্গলতা সিদ্ধ হয়। অদ্বয় জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ রহিত বস্তুর প্রতি মানব ভোগ-বুদ্ধিতে হিংসা করে। শুদ্ধভক্ত কোনদিনই ত্রিগুণতাড়িত হইয়া রজঃ-সত্ত্ব-তমোগুণের সলিলে নিমগ্ন হন না। সুতরাং নির্মৎসর ভক্তদিগের চরণাশ্রয়-ব্যতীত মৎসরধর্ম পরায়ণ নশ্বর জগতের প্রাপঞ্চিক ভোক্তৃ-সম্প্রদায় নিজ-কর্মফলে মায়াবাদাদি আবাহন করিয়া অসুবিধার মধ্যে পতিত হন এবং আত্মবিনাশ করেন। অনাত্ম-প্রবৃত্তি-বশে কখনই আত্মার সন্ধান পাওয়া যায় না। ভগবৎপ্রতীতি ব্যতীত কখনই লুব্ধ মানবজাতির জন্য কোন উপায় নাই। সুতরাং গুরুদ্রোহী সম্প্রদায় কল্পিত-জ্ঞানে গুরুদ্রোহিতা, দাম্ভিকতা অধন-সমূহকে ধনরূপে গ্রহণপূর্বক অনাত্মতমিস্র মায়ায় বিলীন হইয়া স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয় ভেদ-রহিত কেবলাদ্বৈতবাদের মর্যাদা স্থাপন করে। ইহাই তাহাদের সর্বনাশ। সচ্চিদানন্দ ভগবানের সর্বতোভাবে দাস্যই পরাপ্রকৃতির আত্মস্থ হইবার সুযোগ, নতুবা সর্বনাশই প্রাপ্য হইয়া পড়ে।।২১০।।

দোষের অবর্তমানে দোষারোপ করাকে 'নিন্দা' বলে। কৃষ্ণনাম-গ্রহণ-কালে নিন্দারহিত হওয়া সর্বতোভাবে প্রয়োজন। নিন্দারহিত ব্যক্তিই—সর্বোত্তম। ফলকাম-রহিত ব্যক্তি—সন্ন্যাসী। তাদৃশ নিন্দারহিত সন্ন্যাসীও যদি বৈষ্ণব-নিন্দা করিয়া বসেন, তাহ হইলে তাঁহার ত্যাগধর্ম ও পরিচর্চারহিত ধর্ম নষ্ট হইয়া অধঃপতন ঘটিয়া থাকে।।২১৩।।

পরচর্চা করিতে গিয়া মিথ্যা দোষারোপ হইতে পৃথক থাকিয়া যিনি কৃষ্ণকে ডাকেন, তিনি এই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হন। কৃষ্ণভক্তের নিন্দা করা—জগতে ত্রিতাপ ভোগ করার যোগ্যতা অর্জন করা মাত্র। বৈষ্ণবনিন্দা-রহিত হইলেই জীব মুক্তি লাভ করে। মায়াবাদী, কর্মী এবং অন্যাভিলাষী—এই তিন শ্রেণীর প্রাপঞ্চিক বিচারপরায়ণ ব্যক্তি—বৈষ্ণব-নিন্দাকারী। তাহাদের মুখে কৃষ্ণনাম কীর্তন সম্ভবপর নহে।।২১৪।।

ঈশ্বরাভিন্ন অদ্বৈতের নিত্যানন্দ-সহ অচিন্ত্য-লীলা বুঝিতে সমর্থ ব্যক্তিই পরমানন্দের অধিকারী—

অদ্বৈতের প্রেমে ভাসে সকল মেদিনী।
এই মত মহাচিন্ত্য অদ্বৈত-কাহিনী।।২১৭।।
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কার।
জানিহ ঈশ্বর-সনে ভেদ নাহি যার।।২১৮।।
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে যে গালাগালি বাজে।
সেই সে পরমানন্দ যদি জনে বুঝে।।২১৯।।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত বিষ্ণু-বৈষ্ণবের কর্ম—তাঁহাদের কৃপায়ই অধিগম্য—

দুর্বিজ্ঞেয় বিষ্ণু-বৈষ্ণবের বাক্যকর্ম।
তান অনুগ্রহে সে বুঝিয়ে তার মর্ম।।২২০।।

নিত্যানন্দাদ্বৈতাদির বাক্য অনন্তদেবই বুঝিতে সমর্থ—

এই মত যত আর হইল কথন।
নিত্যানন্দাদ্বৈত প্রভু আর যত গণ।।২২১।।
ইহা বুঝিবার শক্তি প্রভু বলরাম।
সহস্র বদনে গায় এই গুণগ্রাম।।২২২।।

বিশ্বম্ভরের অদ্বৈতকে নিজলীলা-বিষয়ে প্রশ্ন ও অদ্বৈতের উত্তর—

ক্ষণেকেই বাহ্যদৃষ্টি দিয়া বিশ্বম্ভর।
হাসিয়া অদ্বৈত প্রতি বলয়ে উত্তর।।২২৩।।
"কিছুকি চাঞ্চল্য মুঞি করিয়াছোঁ শিশু?"
অদ্বৈত বলয়ে,—"উপাধিক নহে কিছু।।"২২৪।।

মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ-সমীপে ক্ষমা-ভিক্ষা ও সকলের হাস্য—

প্রভু বলে,—"শুন নিত্যানন্দ মহাশয়।
ক্ষমিবা চাঞ্চল্য যদি মোর কিছু হয়।।২২৫।।
নিত্যানন্দ, চৈতন্য, অদ্বৈত, হরিদাস।
পরস্পর সবা চাহি সবে হৈল হাস।।২২৬।।

মহাপ্রভুর ভোজনেচ্ছা ও অদ্বৈত-গৃহিণীকে রন্ধন করিতে আদেশ—

অদ্বৈতগৃহিণী মহাসতী পতিব্রতা।
বিশ্বম্ভর মহাপ্রভু যারে বলে 'মাতা'।।২২৭।।
প্রভু বলে,—"শীঘ্র গিয়া করহ রন্ধন।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর, করিব ভোজন।।"২২৮।।

গণ-সহ মহাপ্রভুর গঙ্গাস্নানে গমন—

নিত্যানন্দ, হরিদাস, অদ্বৈতাদি-সঙ্গে।
গঙ্গাস্নানে বিশ্বম্ভর চলিলেন রঙ্গে।।২২৯।।

স্নান হইতে প্রত্যাগত মহাপ্রভু পাদ-প্রক্ষালন ও কৃষ্ণ-প্রণাম—

সে সব আনন্দ বেদে বর্ণিবে বিস্তর।
স্নান করি' প্রভু সব আইলেন ঘর।।২৩০।।
চরণ পাখালি' মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
কৃষ্ণেরে করয়ে দণ্ড-প্রণাম বিস্তর।।২৩১।।

অদ্বৈতের মহাপ্রভু-চরণে এবং হরিদাসের অদ্বৈত-চরণে প্রণাম, তদ্দর্শনে নিত্যানন্দের হাস্য—

অদ্বৈত পড়িলা বিশ্বম্ভর-পদতলে।
হরিদাস পড়িলা অদ্বৈত-পদমূলে।।২৩২।।

জগতে যে সকল শব্দ প্রচলিত আছে, সেই সকল শব্দ-প্রাকৃতিক বস্তুর ভাবনির্দেশক। জাগতিক কর্মসমূহ কর্তার ফলানুসন্ধানে নিযুক্ত। বিষ্ণুবাক্য ও বৈষ্ণববাক্য সেই প্রকার নহে। তাঁহাদের কর্ম অবিষ্ণু ও অবৈষ্ণবের কর্মের সহিত সমান নহে। বিষ্ণুবৈষ্ণবের বাক্য ও কর্ম এবং অন্যের বাক্য ও কর্মের সহিত বৈশিষ্ট্য এই যে একটী ইন্দ্রিয়জ্ঞানাধীন, অপরটী ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত। বিষ্ণু-বৈষ্ণবের কৃপা হইলেই সেই দুরধিগম্য রাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ হইতে পারে।।২২০।।

বিশ্বম্ভর অদ্বৈতকে বলিলেন,—আমি বালচাপল্য করিয়া তোমাকে দণ্ড দিতে অগ্রসর হইয়াছিলাম। তদুত্তরে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বলিলেন,—আপনার ঐ প্রকার ক্রিয়া কখনই বাস্তবিক নহে। উহা বস্তুর নিকটে স্থিত নশ্বর ব্যাপার মাত্র। সুতরাং উহা বাস্তবিকের পরিবর্তে ঔপাধিক মাত্র। আত্মনিষ্ঠার বাস্তবিক মনোনিষ্ঠা ও স্থূলদেহ-নিষ্ঠা ঔপাধিক নশ্বর মাত্র অর্থাৎ নিত্য পূর্ণজ্ঞানময় ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় নহে, তাৎকালিক প্রতীতি মাত্র।।২২৪।।

বেদশাস্ত্র জীবের ঔপাধিক জ্ঞানের পরিবর্তে প্রকৃত জ্ঞানের বিস্তারকারী। প্রকৃত শুদ্ধ বাস্তব ধারণা বেদের বর্ণনা হইতেই জীবের হৃদয়ে পরিস্ফুট হয়।।২৩০।।

অপূর্ব কৌতুক দেখি' নিত্যানন্দ হাসে।

মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত—অদ্বয়-জ্ঞানের ধর্ম-সেতু—

ধর্মসেতু যেন তিন বিগ্রহ প্রকাশে'।।২৩৩।।
উঠি' দেখি' ঠাকুর অদ্বৈতপদতলে।
আথে ব্যাথে উঠি' প্রভু 'বিষ্ণু বিষ্ণু' বলে।।২৩৪।।

তিন প্রভুর ভোজনে গমন ও নিত্যানন্দের চাঞ্চল্য-প্রকাশ—

অদ্বৈতের হাতে ধরি' নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
চলিলা ভোজনগৃহে বিশ্বম্ভর-রঙ্গে।।২৩৫।।
ভোজনে বসিলা তিন প্রভু এক ঠাঞি।
বিশ্বম্ভর, নিত্যানন্দ, আচার্য-গোসাঞি।।২৩৬।।
স্বভাব চঞ্চল তিন প্রভু নিজাবেশে।
উপাধিক নিত্যানন্দ অতি বাল্যরসে।।২৩৭।।

দ্বারে উপবেশনপূর্বক ভোজন-রত হরিদাসের তিনপ্রভুর লীলা-দর্শন—

দ্বারে বসি' ভোজন করয়ে হরিদাস।
যা'র দেখিবার শক্তি সকল প্রকাশ।।২৩৮।।

অদ্বৈত-গৃহিণীর পরিবেশন-কার্য—

অদ্বৈত-গৃহিণী মহাসতী যোগেশ্বরী।
পরিবেশন করেন সঙরি 'হরি হরি'।।২৩৯।।
ভোজন করেন তিন ঠাকুর চঞ্চল।
দিব্য অন্ন, ঘৃত, দুগ্ধ, পায়স সকল।।২৪০।।

অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ-তত্ত্ব—অভিন্ন—

অদ্বৈত দেখিয়া হাসে নিত্যানন্দ রায়।
এক বস্তু দুই ভাগ কৃষ্ণের লীলায়।।২৪১।।

ভোজনান্তে নিত্যানন্দের বাল্যাবেশে গৃহের সর্বত্র অন্ন নিক্ষেপ এবং অদ্বৈতের ক্রোধ-ছলে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব-কথন—

ভোজন হইল পূর্ণ, কিছু মাত্র শেষ।
নিত্যানন্দ হইলা পরম বাল্যাবেশ।।২৪২।।
সব ঘরে অন্ন ছড়াইয়া হৈল হাস।
প্রভু বলে 'হায় হায়', হাসে হরিদাস।।২৪৩।।
দেখিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি-হেন জ্বলে।
"নিত্যানন্দ-তত্ত্ব কহে ক্রোধাবেশ-ছলে।।২৪৪।।
জাতি নাশ করিলেক এই নিত্যানন্দ।
কোথা হৈতে আসি' হৈল মদ্যপের সঙ্গ।।২৪৫।।
গুরু নাহি, বলয়ে 'সন্ন্যাসী' করি' নাম।
জন্মিলা না জানিয়া নিশ্চয় কোন্ গ্রাম।।২৪৬।।
কেহ ত' না চিনে, নাহি জানি কোন্ জাতি।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া বুলে যেন মত্ত হাতী।।২৪৭।।

শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত এবং শ্রীমহাপ্রভু----এই তিন বিভিন্ন প্রকাশ----অদ্বয়-জ্ঞানধর্মেরই সেতু। এই তিনের প্রচারিত ধারণা অবলম্বনে জীব অনায়াসে ভবসমুদ্র পার হইতে পারে।।২৩৩।।

সক্‌ড়ি নিসক্‌ড়ি বিচার অর্থাৎ ভোজ্যদ্রব্যে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বিচার মাতাল ও অবৈধ ব্যক্তিগণ করেন না। নিত্যানন্দ বালচাপল্য-ক্রমে ভোজনগৃহের সর্বত্র ভাত ছড়াইয়া দেওয়ায় উহা আচার-বহির্ভূত জানিয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের জাতি-বিচারের অভাব, স্পৃশ্যঅস্পৃশ্যের বিচারাভাব প্রভৃতি সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ কোন্ গ্রামের অধিবাসী, কাহার পুত্র, কোন্ গুরুর শিষ্য তাহা কেহ জানে না, তিনি নানা স্থানে বিচরণ করায় বিবিধ শ্রেণীর লোকের অন্নাদি গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং এরূপ স্বাভাবিক মত্ত প্রকৃতির ব্যক্তি সর্বনাশ করিতেছেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। সুতরাং 'বঙ্গের পশ্চিমভাগ যবনগণের সহিত মিশ্রভাবাপন্ন হওয়ায় তাহাদিগের সংসর্গে নিত্যানন্দের জাতীয় ধর্ম বিপর্যয় হইয়াছে প্রভৃতি দোষারোপ করিতে লাগিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্যানন্দ আসবসেবাকারী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী ছিলেন না। ব্যভিচার রত জনগণ এই সকল প্রসঙ্গ হইতে নিত্যানন্দকে ভ্রমবশতঃ তাহাদিগের ন্যায় বিশৃঙ্খল বলিয়া মনে করে, কিন্তু প্রভু-নিত্যানন্দ কোনদিন সেরূপ পাপের প্রশ্রয় দিবার শিক্ষা প্রদান করেন নাই। "পরিতদতু জনো যথা তথা বা ননু খরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ। হরিরসমদিরামদাতিমত্তা ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্বিশাম।।" শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।।২৪৫।।

ঘরে ঘরে পশ্চিমার খাইয়াছে ভাত।
এখানে হইল আসি' ব্রাহ্মণের সাথ।।২৪৮।।
নিত্যানন্দ মদ্যপে করিলা সর্বনাশ।
সত্য সত্য সত্য এই শুন হরিদাস।।"২৪৯।।
ক্রোধাবেশে অদ্বৈত হইল দিগ্‌বাস।
হাতে তালি দিয়া নাচে অট্ট অট্ট হাস।।২৫০।।

অদ্বৈত-চরিত্র-দর্শনে গৌরসুন্দরের হাস্য—

অদ্বৈত চরিত্র দেখি' হাসে গৌর-রায়।
হাসি' নিত্যানন্দ দুই অঙ্গুলি দেখায়।।২৫১।।

অদ্বৈতের বিচিত্র ক্রোধাবেশ দর্শনে সকলের হাস্য—

শুদ্ধ হাস্যময় অদ্বৈতের ক্রোধাবেশে।
কিবা বৃদ্ধ কিবা শিশু হাসয়ে বিশেষে।।২৫২।।

অদ্বৈতের বাহ্য-প্রাপ্তিতে নিত্যানন্দ-সহ কোলাকুলি—

ক্ষণেকে পাইয়া বাহ্য কৈল আচমন।
পরস্পর আনন্দে করিলা আলিঙ্গন।।২৫৩।।
নিত্যানন্দ-অদ্বৈত হইল কোলাকুলী।
প্রেমরসে দুই প্রভু মহা-কুতূহলী।।২৫৪।।

নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত—মহাপ্রভুর উভয়হস্ত-স্বরূপ, উভয়ের মধ্যে অপ্রীতির অভাব; উভয়ের কলহ লীলামাত্র—

প্রভু-বিগ্রহের দুই বাহু দুই জন।
প্রীতি-বই অপ্রীতি নাহিক কোন ক্ষণ।।২৫৫।।
তবে যে কলহ দেখ, সে কৃষ্ণের লীলা।
বালকের প্রায় বিষ্ণু—বৈষ্ণবের খেলা।।২৫৬।।

মহাপ্রভুর অদ্বৈত-মন্দিরে কৃষ্ণ-কীর্তন-লীলা বুঝিতে শ্রীবলদেব প্রভুই সমর্থ—

হেন মতে মহাপ্রভু অদ্বৈত-মন্দিরে।
স্বানুভাবানন্দে কৃষ্ণ-কীর্তনে বিহরে।।২৫৭।।
ইহা বুঝিবারে শক্তি প্রভু বলরাম।
অন্যে নাহি জানয়ে এসব গুণগ্রাম।।২৫৮।।

বিশ্রম্ভ গুরুসেবারত জনের বলদেব-কৃপায় কৃষ্ণকীর্তনে অধিকার প্রাপ্তি; অপ্রাকৃত-সরস্বতী তাদৃশ জনের জিহ্বায় নৃত্যকারিণী—

সরস্বতী জানে বলরামের কৃপায়।
সবার জিহ্বায় সেই ভগবতী গায়।।২৫৯।।

গ্রন্থকারের নিবেদন ও ভক্ত-প্রণাম—

এসব কথার নাহি জানি অনুক্রম।
যে-তে-মতে গাই মাত্র কৃষ্ণের বিক্রম।।২৬০।।
চৈতন্যপ্রিয়ের পায়ে মোর নমস্কার।
ইহাতে যে অপরাধ ক্ষমহ আমার।।২৬১।।

শ্রীগৌরসুন্দরের নবদ্বীপে প্রত্যাগমন, তাহাতে সকলের আনন্দ ও মহাপ্রভুর বৈষ্ণবগণকে প্রেমালিঙ্গন—

অদ্বৈতের গৃহে প্রভু বঞ্চি' কতদিন।
নবদ্বীপে আইলা সংহতি করি' তিন।।২৬২।।
নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, তৃতীয় হরিদাস।
এই তিন সঙ্গে প্রভু আইলা নিজ বাস।।২৬৩।।
শুনিল বৈষ্ণব সব 'আইলা ঠাকুর'।
ধাইয়া আইল সবে আনন্দ প্রচুর।।২৬৪।।
দেখি' সর্ব তাপ হরে সে চন্দ্রবদন।
ধরিয়া চরণে সবে করয়ে রোদন।।২৬৫।।
গৌরচন্দ্র মহাপ্রভু সবার জীবন।
সবারে করিল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন।।২৬৬।।

প্রভু নিত্যানন্দ ও প্রভু অদ্বৈত, ইঁহারা গৌরসুন্দরের দক্ষিণ ও বামহস্তবিশেষ। সুতরাং তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন অপ্রীতির ভাব বা মনোমালিন্য থাকার সম্ভাবনা নাই। উভয়েই ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত।।২৫৫।।

শ্রীবলদেবের কৃপায় কীর্তনকারীর জিহ্বায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্রম্ভ গুরু-সেবা যাঁহাদিগের ব্রত, তাঁহারাই কৃষ্ণলীলা কীর্তনে সমর্থ। অপ্রাকৃত সরস্বতী—তাঁহাদিগের জিহ্বায় নৃত্য করিয়া কৃষ্ণগান-তরঙ্গ প্রবাহিত করিতে থাকেন।।২৫৯।।

ভক্তগণের তত্ত্ব—

সবেই প্রভুর নিজ বিগ্রহ-সমান।
সবেই উদার—ভাগবতের প্রধান।।২৬৭।।

ভক্তগণের অদ্বৈতকে প্রণাম ও প্রভু সঙ্গে কৃষ্ণকীর্তন—

সবে করিলেন অদ্বৈতেরে নমস্কার।
যা'র ভক্তি-কারণে চৈতন্য-অবতার।।২৬৮।।

আনন্দে হইলা মত্ত বৈষ্ণব-সকল।
সবে করে প্রভু-সঙ্গে কৃষ্ণ-কোলাহল।।২৬৯।।

বধূ-সঙ্গে শচীমাতার গৌরসুন্দরের দর্শনে আনন্দ—

পুত্র দেখি' আই হৈল আনন্দে বিহ্বল।
বধূ-সঙ্গে গৃহে করে গোবিন্দ-মঙ্গল।।২৭০।।

গ্রন্থকারের নিত্যানন্দ-নিষ্ঠা—

ইহা বলিবার শক্তি সহস্রবদন।
যে প্রভু আমার জন্ম-জন্মের জীবন।।২৭১।।

নিত্যানন্দ-তত্ত্ব—

'দ্বিজ, বিপ্র, ব্রাহ্মণ' যে হেন নাম-ভেদ।
এই মত ভেদ নিত্যানন্দ-বলদেব।।২৭২।।

অধ্যায়ের ফলশ্রুতি—

অদ্বৈত-গৃহেতে প্রভু যত কৈল কেলি।
ইহা যেই শুনে, সেই পায় সেই মেলি।।২৭৩।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।২৭৪।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে অদ্বৈতগৃহে বিলাস-বর্ণনং নাম ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশচীদেবী শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীহরিদাসের সহিত শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রত্যাগত দেখিয়া এবং বৈষ্ণবগণকে আনন্দে মত্ত হইয়া কৃষ্ণ-কোলাহলে গৌর-গৃহ মুখরিত করিতে দেখিয়া পরমানন্দিতা হইলেন। জননী পুত্রবধূর সহিত শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীকৃষ্ণগীত দ্বারা পরিপূর্ণ দেখিয়া সমধিক আনন্দিতা হইলেন। সাধারণ শ্বশ্রূগণ পুত্রবধূর সহিত পুত্রের মিলনে যেরূপ প্রাপঞ্চিক ভোগ বিচার করেন, তৎপরিবর্তে সকলেরই কৃষ্ণপ্রেমানন্দে গৃহকে গোলোক জ্ঞান করিবার মাঙ্গল্য দেখিয়া শচীমাতা আনন্দ-বিহ্বলিতা হইলেন।।২৭০।।

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।